বাংলাদেশ স্কাউটস এর মাসিক মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬৭, সংখ্যা ০৯, ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩০, সেপ্টেম্বর ২০২৩

বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও স্কাউট আইন

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে

- আল্লাহ্ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

স্কাউট আইন

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল।

আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের অবসর গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

অগ্রদূত ®
বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র
AGRADOOT

বর্ষ ৬৭ ▪ সংখ্যা ৯
ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩০
সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মো. মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ আবদুল হক

সম্পাদনা পরিষদ
আখতারুজ জামান খান কবির
এম এম ফজলুল হক আরিফ
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ
আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার
সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য
মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন মিয়া
মীর মোহাম্মদ ফারুক

নির্বাহী সম্পাদক
রাসেল আহমেদ

সহ-সম্পাদক
জন্মেজয় কুমার দাশ
মাইনুল হোসেন
মো. আবু হাসনাত
মোঃ রাকিবুল ইসলাম
রাজমিন আক্তার
মাহী আক্তার মীম

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মো: ইব্রাহিম
ট্রিম কেয়ার

প্রিন্টিং অ্যান্ড প্রেস
সৃষ্টি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০২-২২২২২২২২-৬
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১৫৩
মোবাইল: ০১৭১২-৭৫৫০১৯ (বিকাশ নম্বর)

ই-মেইল
agradoot@scouts.gov.bd

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd
www.agradoot.com.bd

সম্পাদকীয়

মানুষ সহজাতভাবে শান্তিকামী। শান্তির খোঁজে একদিন যাযাবর মানুষ সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিল। স্থিতিশীলতা ও প্রকৃতির অপার সম্ভাবনায় মানব সভ্যতা ক্রমেই সমৃদ্ধির পথে হাঁটতে শুরু করে। কিন্তু এ সমৃদ্ধি ধীরে ধীরে মানব মন ও সমাজকে জটিল করে তোলে। জন্ম নেয় শ্রেণি সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব ও লোভ-লালসার। মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে টিকে থাকার তাগিদে গড়ে তোলে সমাজ ও রাষ্ট্র। আবার সেই মানুষই মানব সভ্যতাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে জন্ম দেয় নিয়মনীতির এবং ক্ষমতাবান শাসক শ্রেণির। আর সাথে সাথে শুরু হয়ে যায় শোষণ, ক্ষমতার অপব্যবহার ও ধ্বংসের খেলা যা আদি থেকে বর্তমানেও বিদ্যমান। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও সাধারণ জনগণকে শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিসজ্জাতের বিভীষিকা ও ক্ষত বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। মানব মনের লোভ, প্রতিহিংসা, অজ্ঞতা এই খেলার সৃষ্টি করেছে, যা মানব সভ্যতার অস্তিত্বের সাথে মিশে আছে। এরই প্রেক্ষাপটে সভ্যতার বেদীতল তাই বারবার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। সংঘর্ষ ও যুদ্ধ বিনাশ করেছে কোটি মানুষের জীবন ও স্বপ্ন। তাই বিশ্বের লাখো কোটি সাধারন মানুষের মুখে আজ শান্তির বাণী উচ্চারিত হচ্ছে।

১৯৮১ সাল থেকে প্রতি বছরের ২ সেপ্টেম্বর সারা বিশ্ব জুড়ে জাতিসংঘ ঘোষিত "আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস" পালিত হয়ে আসছে। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঘোষিত দিবসটির উদ্দেশ্য হলো পৃথিবী থেকে যুদ্ধ ও সংঘাত চিরতরে নিরসন; এবং সেই লক্ষ্যে পৃথিবীর যুদ্ধরত অঞ্চলসমূহে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের মাধ্যমে সেসব অঞ্চলে মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া। এবারের আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসে জাতিসংঘের প্রতিপাদ্য "Actions for Peace: Our Ambition for the #GlobalGoals" ("শান্তির জন্য পদক্ষেপ: বৈশ্বিক লক্ষ্যের জন্য আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা")। এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্কাউটস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দিবসটি উদযান করেছে। বাঙালি শান্তি প্রিয় জাতি। শান্তিময় জীবন যাপনের জন্য মানুষের মাঝে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য এবং মানবিকতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে বাঙালি জাতি বদ্ধপরিকর। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রে তথা সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে সেই সাথে যুদ্ধ নামক শব্দটি উঠে যাবে অভিধানের পৃষ্ঠা হতে সেই প্রত্যাশা আমাদের নিত্যদিনের।

সাদা কালোর বিভেদ ভুলে সকল প্রাণে শুভ বুদ্ধির উন্মেষ ঘটুক। শান্তির পায়রারা উড়ে বেড়াক মেঘমুক্ত নীল আকাশে। ঘুচে যাক জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায়, গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের সকল প্রভেদ। পৃথিবীর সকল মানব জাতির প্রতি পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি বিরাজমান রাখার লক্ষ্যে শান্তিময়, বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ার লক্ষে সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাই। শান্তির পথে পথিক হতে মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ০১

সূচীপত্র ০২

বিশেষ প্রতিবেদন : আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস ২০২৩ উদযাপন ০৩

বিশেষ প্রতিবেদন : ২১তম প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ কনফারেন্স ২০২৩ .... ০৪

বিশেষ প্রতিবেদন : বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন স্কাউটদের-ট্যালেন্ট হান্ট প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ০৫

প্রতিবেদন : বাংলাদেশ স্কাউটস এর উপদেষ্টা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত ০৬

প্রতিবেদন : বাংলাদেশ স্কাউটস এর ওয়েব পোর্টাল বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত ০৭

প্রতিবেদন : দেশব্যাপী জাতীয় পর্যায়ের সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত ০৮-০৯

ফিচার : শিউলি বিছানো পথে শুভ্র শরৎ ১০-১১

ফিচার : বাংলাদেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের একাল সেকাল! ১২

স্কাউট কলাম : আমি কেন কাব স্কাউট হলাম ১৩-১৪

ভ্রমণ কাহিনী : আমার দেখা দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ২৫তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী ১৫

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : হোয়াটসঅ্যাপে চ্যানেল খুলবেন যেভাবে ১৬

ফটো গ্যালারী ১৭-২৪

খেলাধুলা : বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২৫-২৭

স্বাস্থ্য কথা : ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ২৮

কৌতুক : হাসতে নাকি জানে না কেউ ২৯-৩০

সাম্প্রতিক বিশ্ব ৩১-৩২

স্কাউট সংবাদ ৩৩-৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে অগ্রদূত এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ । উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার অগ্রদূত-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন অগ্রদূত পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উলেখ থাকতে হবে।

অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না ।

- সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: agradoot@scouts.gov.bd

ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস, ৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

২১তম প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ কনফারেন্স ২০২৩

বিশেষ প্রতিবেদন

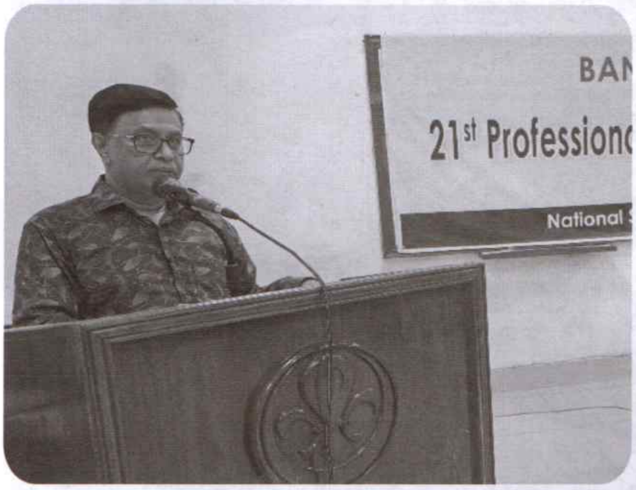

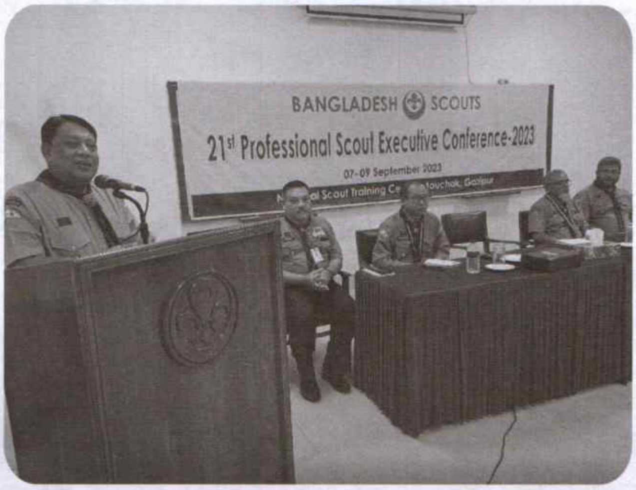

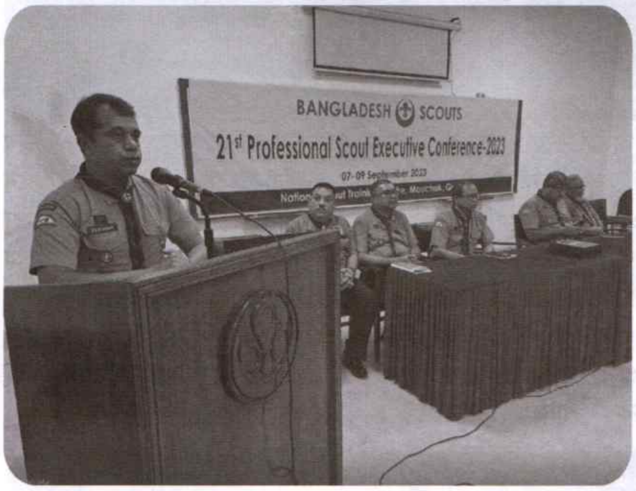

বাংলাদেশ স্কাউট এর জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক গাজীপুরে ৭-৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ২১তম প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ কনফারেন্স ২০২৩। কনফারেন্সে প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণের সাথে মত বিনিময় করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। মতবিনিময়কালে তিনি বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও মত বিনিময় করেন কোষাধ্যক্ষ ড. মোঃ শাহ কামাল।

কনফারেন্সের প্রথম দিন সকলের সাথে মত বিনিময় করেন জাতীয় উপ কমিশনার (সংগঠন) জনাব এস এম ফেরদৌস। ৫ম স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ২০২২-২০৩০ বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন জাতীয় কমিশনার (স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ও গ্রোথ) জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার। কনফারেন্সে নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব উনু চিংসহ সকল প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ উপস্থিত ছিলেন।

কনফারেন্সে প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণের কার্যপরিধি অনুসারে ব্যাক্তিগত কার্যক্রমের তথ্য উপস্থাপন ও মূল্যায়ন, অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভাগসমূহের অভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণের এপিএ প্রস্তুতকরণ ও চূড়ান্তকরণ, মাঠ পর্যায়ে স্কাউটিং এর কাজ ও এর সম্প্রসারণে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা, গ্রুপ ওয়ার্ক ও সেশন পরিচালিত হয়।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস ২০২৩ উদযাপন

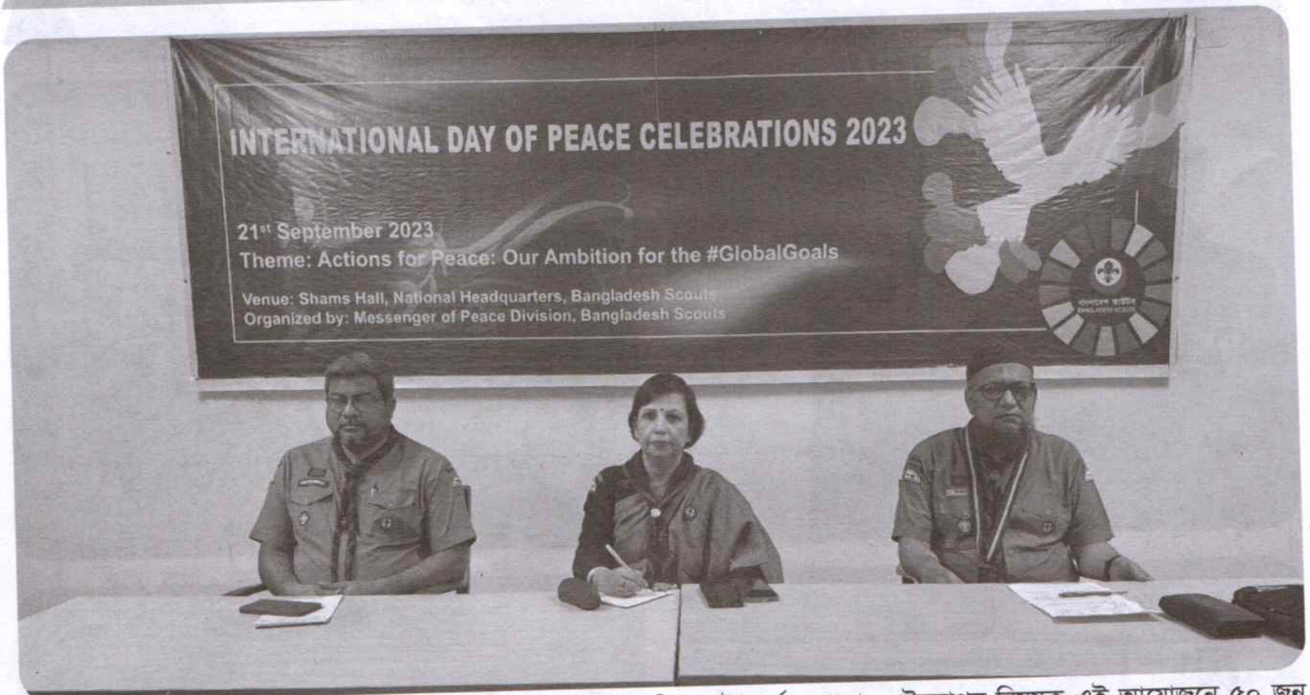

বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনা এবং ম্যাসেঞ্জার অব পিস বিভাগের আয়োজনে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ জাতীয় সদর দফতরে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস ২০২৩ উদযাপন করা হয়।

দিবসটি উদযাপন কিষয়ক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউটিং) প্রফেসর সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য্য। আরো উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন জাতীয় উপ কমিশনার (আন্তর্জাতিক) জনাব নুরুল ইসলাম এবং পরিচালক (সংগঠন) আবুল হাসনাত মোঃ মুহসিনুল ইসলাম। সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন উপ পরিচালক (আন্তর্জাতিক ও এমওপি) মোঃ ইকবাল হোসেন। আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উদযাপন বিষয়ক এই আয়োজনে ৫০ জন রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে ম্যাসেঞ্জার অব পিস এর উপর একটি তথ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। পরে রোভার স্কাউটদের গৃহীত প্রজেক্ট উপস্থাপন করা হয়।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন স্কাউটদের-ট্যালেন্ট হান্ট প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ স্কাউটসের এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত "বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন স্কাউটদের-ট্যালেন্ট হান্ট" প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ শনিবার বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) প্রফেসর আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক (অ:দা:) জনাব উনু চিং।

■ **আগ্রদূত ডেস্ক**

বাংলাদেশ স্কাউটস এর উপদেষ্টা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত

২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ মঙ্গলবার বিকাল তিনটায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরে বাংলাদেশ স্কাউটস এর উপদেষ্টা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সচিব বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান সভায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিগত তিন বছরের বাস্তবায়িত স্কাউটিং কার্যক্রমের বিবরণসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। বাংলাদেশ স্কাউটস এর উপদেষ্টা পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা হলেন জনাব মোহাম্মদ আবু হেনা, ড. শাহ মোহাম্মদ ফরিদ, জনাব মুহঃ ফজলুর রহমান, জনাব মোঃ মোমতাজুল ইসলাম, জনাব মোঃ আব্দুল করিম, জনাব হাবিবুল আলম বীর প্রতীক এবং জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান।

■ আগ্রদূত ডেস্ক

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ওয়েব পোর্টাল বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, আইসিটি বিভাগের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় ১৪-১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে ওয়েব পোর্টাল বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষনে ১৩ টি অঞ্চলের ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীসহ মোট ৫৪জন অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ বেলা ০৫:০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (আইসিটি) ও জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব, জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান-বিপিএএ সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব উনু চিং এবং কোর্স পরিচালকের বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় উপ কমিশনার (আইসিটি) জনাব মোঃ জহুরুল হক। আরো উপস্থিত ছিলেন জননিরাপত্তা বিভাগের যুগ্ম সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার (সংগঠন) জনাব এস এম ফেরদৌস, এটুআই এর ন্যাশনার কনসালটেন্ট জনাব মাশরুর মোহাম্মদ শান্ত এবং প্রোগ্রাম এসোসিয়েটস কাজী মুহাইমিনুল ইসলাম। উদ্বোধনী ইয়েল প্রদান করেন রেলওয়ে অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ কমিশনার (আইসিটি) জনাব জীবন কুমার সরকার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর আইসিটি বিভাগের উপ পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম-এএলটি। প্রধান অতিথি বলেন ওয়েব সাইট আপডেট করা একটি নিয়মিত কাজ। এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণ খুব গুরুত্বপূর্ণ।

১৫ সেপ্টেম্ব ২০২৩ তারিখে সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার (আইসিটি) ও বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পবিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপ সচিব, জনাব মোঃ আবু নাসার উদ্দিন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর আইসিটি বিষয়ক জাতীয় কমিটির সম্মানিত সভাপতি ও সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম-বিপিএএ।

প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ১৩ টি অঞ্চলের ওয়েব সাইট আপডেট করার বিষয়ে শিখানো হয়েছে। প্রথমে ১৩টি অঞ্চলের ওয়েব সাইট এর বর্তমান অবস্থা জেনে পরবর্তী করনীয় সম্পর্কে ধারনা পেয়েছেন। ওয়েব সাইটে লগ ইন, সাইট ম্যানেজার, ইউজার ম্যানেজার, রিপোর্ট, অ্যাডমিন প্যানেল এর কনটেন্ট, ব্লক মেন্যুস, অডিট লগ,কনটেন্ট: অফিস প্রধান, কর্মকর্তাবৃন্দ, কর্মচারীবৃন্দ, নোটিশ,পাতা, ফরম, ফাইল, কনটেন্ট: সেবা বক্স, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম লিংক, হোম স্লাইডার, ব্যানার বিষয়ে জেনেছেন এবং অনুশীলন করেছেন। প্রশিক্ষণ শেষে ১৩ টি অঞ্চলের ওয়েব সাইট নিয়ে গ্রুপ ভিত্তিক উপস্থাপনা করা হয়েছে।

সংবাদ প্রেরক:
মোঃ হামজার রহমান শামীম
উপ পরিচালক (আইসিটি)
বাংলাদেশ স্কাউটস

প্রতিবেদন

দেশব্যাপী জাতীয় পর্যায়ের সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত

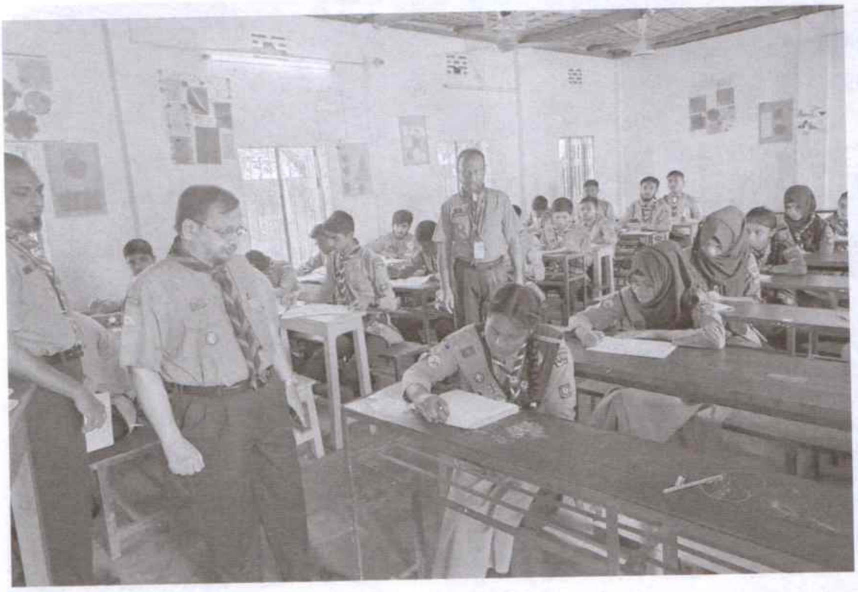

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ স্কাউটস সমাজ উন্নয়ন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় দেশব্যাপী জাতীয় পর্যায়ের সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়। মূল্যায়নটি মোট ২১ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এই জাতীয় পর্যায়ের সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়নে ১৬১০ জন স্কাউট এবং ৩৬জন রোভার স্কাউটসহ মোট ১৬৪৬ জন অংশগ্রহণ করে।

সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের জন্য বিশেষ অ্যাওয়ার্ড। ১২ থেকে ২৫ বছর বয়স্ক তরুণ/তরুণীদেরকে একটি সুস্থ সমাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড চালু করা হয়। এই অ্যাওয়ার্ড অর্জন করতে হলে একজন স্কাউট ও রোভার স্কাউটকে তিনটি নির্দিষ্ট শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যাজ অর্জন করতে হয় (টীকাদান কর্মী, শিশু স্বাস্থ্য কর্মী ও পুটি স্যালাইন)। স্কাউটদেরকে এই সাথে সমাজ উন্নয়ন সংক্রান্ত আরো চারটি পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করতে হয়। সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড স্কাউটরা স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ ও রোভার স্কাউটরা প্রশিক্ষণ স্তরের ব্যাজ অর্জনের পর পেতে পারে। এ অ্যাওয়ার্ড ও সনদ জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

১৯৮৮ সালে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা পরবর্তী বাংলাদেশ সরকার দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় মহিলা ও শিশুদের টিকা গ্রহণে সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্যার কার্যক্রমে বাংলাদেশ স্কাউটসের সদস্যদের সম্পৃক্ত করে। বন্যা পরবর্তী কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কাউট ও রোভার স্কাউট সদস্যরা সেবা প্রদান করে। এরই প্রেক্ষিতে এই সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী স্কাউট এবং রোভার স্কাউটদের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস ১৯৯২ সালে 'সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড' স্কীম চালু করে।

১৯৯৫ সাল থেকে বর্তমান অ্যাওয়ার্ড স্কীম অনুযায়ী স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা শুরু হয়।

সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড অর্জনে অ্যাডাল্ট লিডার হিসেবে করণীয়ঃ

* ইউনিট লিডারদের সাথে উপজেলা/ জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা;
* নিয়মিত ট্রুপ/ ক্রু মিটিং বাস্তবায়নের জন্য ইউনিট লিডারদেরকে উদ্বুদ্ধ করা;
* উপজেলা/জেলা পর্যায়ে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগযোগ করে তাঁদেরকে অ্যাওয়ার্ড স্কীম সম্পর্কে অবহিত করা;
* অর্জিত পারদর্শিতা ব্যাজ যথাসময়ে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
* সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড ফরম পূরণ ও উপজেলা/জেলা/অঞ্চল পর্যায়ে স্কাউটদের মূল্যায়ন;
* সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়াড সম্পর্কে স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের পরিপূর্ণ ধারণা দেওয়া;
* বছরের নির্দিষ্ট সময়ে সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়ন সিডিউল করা ;
* (উপজেলা থেকে জাতীয় সদর দপ্তর পর্যন্ত)
* অভিভাবকদের এই অ্যাওয়ার্ড এর ব্যাপারে ইতিবাচক ধারণা প্রদান;
* নিয়মিত সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড অর্জনের জন্য ইউনিট লিডারদের তাগিদ প্রদান;
* সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার প্রচারনা করা;
* সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড অর্জন সম্পর্কে বুকলেট প্রকাশ।

সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড স্কীম :

বার থেকে পঁচিশ বয়স্ক তরুণ/তরুণীদেরকে একটি সুস্থ সমাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড স্কিম চালু করা হয়েছে। এ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করতে হলে একজন স্কাউট

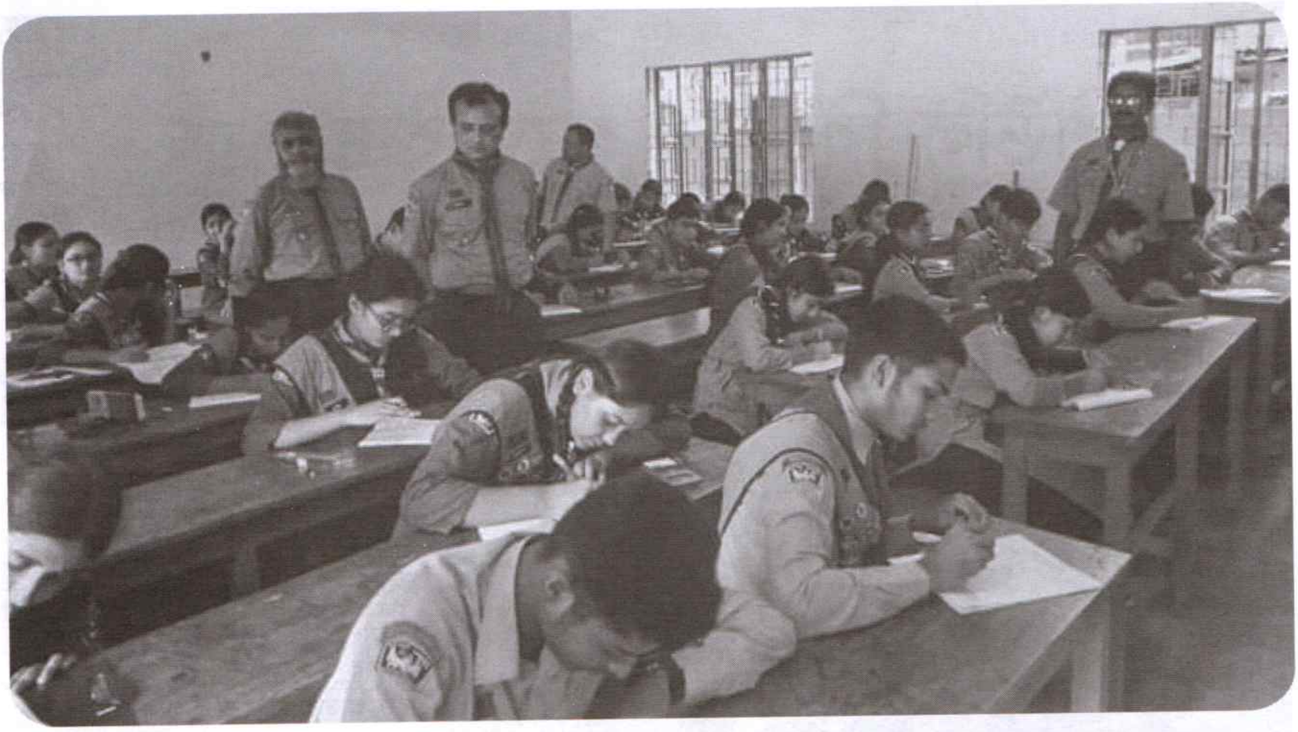

ও রোভার স্কাউট বয়সী বালক/বালিকাকে তিনটি সাধারণ শিশু স্বাস্থ্য পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করতে হবে। স্কাউটদেরকে এই সাথে আরও সমাজ উন্নয়ন সংক্রান্ত চারটি পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করতে হবে। একজন স্কাউট, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ অর্জনের পর সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ডের কাজ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

ব্যাজ অর্জনের পদ্ধতি ঃ

১০.১ টীকাদান কর্মী ব্যাজ :

ক) ছয়টি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি (ধনুষ্টংকার ডিপথিরিয়া, হাম, পলিও, যক্ষ্মা, হুপিং কাশি) এবং সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা অর্জন।

খ) সহজ যোগাযোগ পদ্ধতির (শো কার্ড, পোস্টার) সাহায্যে সম্প্রসারিত টীকাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এলাকার পরিবার সমূহকে অবহিত করুণ এবং নিকটস্থ টীকাদান কেন্দ্রের সাথে যোগযোগ রাখার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করার উপায় জানা।

গ) দশটি পরিবার তালিকাভূক্ত করে তাদের শিশুদেরকে পূর্ণকোর্স সম্প্রসারিত টীকা এবং পনের থেকে পয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক সকল মহিলাকে টিটি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ-করণ। এ ব্যাপারে তাদেরকে প্রমাণাদিসহ নিশ্চিত করতে হবে যে, কোর্স সমাপ্ত হয়েছে।

১০.২ পুষ্টি স্যালাইন ব্যাজ

ক) পুষ্টি স্যালাইন তৈরীর উপকরণসমূহের পরিমাণ এবং যথাযোগ্য ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। দশটি নির্ধারিত পরিবারের সহজ চিকিৎসা পদ্ধতি সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশন করা ।

খ) পরিবারসমূহের সাথে সংযোগ রক্ষার্থে উদরাময় রোগ নিরাময়ের সাধারণ ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন (নলকূপের পানি, জনস্বাস্থ্য, খাদ্য সংক্রান্ত পদ্ধতি, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা)।

গ) খাদ্যের পুষ্টিমান এবং কোন মৌসুমে কি কি খাদ্য পাওয়া যায় সে সম্পর্কে পরিবার সমূহকে যথাযথভাবে অবহিত করতে পারা। (স্কুলগামী নয় এমন সব শিশুদের জন্য)।

ঘ) ভিটামিন 'এ' অভাবজনিত রোগের লক্ষণ ও কারণসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারসমূহকে এ সম্পর্কিয় সংবাদ পরিবেশন করা। মায়েদেরকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল গ্রহণে উৎসাহিত করা। বছরে কমপক্ষে পাঁচ থেকে দশটি পরিবারের অন্তর দুইবার ক্যাপসুল বিতরণ নিশ্চিত করা।

ঙ) স্থানীয় বীজ বিতরণ স্কীম পর্যবেক্ষণ ও পরিবারসমূহকে এই কাজে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ।

১০.৩ শিশু স্বাস্থ্য কর্মী ব্যাজ :

ক) গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সংবাদ (ইপিআই এবং আর টি) সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ফ্লিপ চার্টসহ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করার পদ্ধতি জানা। বিদ্যালয়ে, সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহে এসব চার্ট প্রদর্শন করতে পারা ।

খ) উপরে বর্ণিত তিনটি বিষয়ে যে কোন সরকারী কর্মসূচিতে কমপক্ষে সাতদিন সেবাদান করা ।

গ) সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়নে স্থান নির্বাচন ও প্রস্তুতিতে সহায়তাদান ('মনি' পতাকা উত্তোলন, এলাকায় পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি)। এলাকার লোকজনকে কোথায় এবং সম্প্রসারিত টীকাদান করা হয় তা অবহিত করা। কমপক্ষে পাঁচটি বাদ পড়া পরিবার ফিরতি পরিদর্শন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা এবং তাদেরকে পূর্ণ কোর্স গ্রহণে উৎসাহিত করা।

■ আগ্রদূত ডেস্ক

শিউলি বিছানো পথে শুভ্র শরৎ

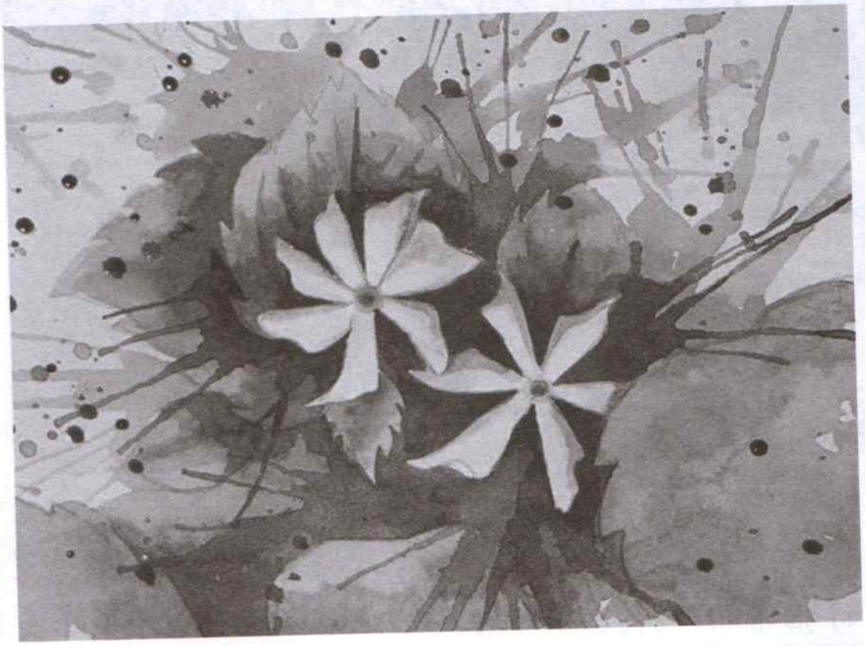

ফিচার

'শরৎ, তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে-
বনের পথে লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।'
...রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

ঋতু-রঙ্গমঞ্চে যখন অগ্নিক্ষরা গ্রীষ্মের আতঙ্ক-পাণ্ডুর বিবর্ণতা মুছে গেছে, যখন বর্ষার বিষণ্ন-বিধুর নিঃসঙ্গতা আর নেই, তখনই নিঃশব্দ চরণ ফেলে শরতের আবির্ভাব। মুখে তার প্রসন্ন হাসি। অঙ্গে তার স্বর্ণবরণ মোহন কান্তি। তার স্নিগ্ধ রূপ-মাধুর্য সহজেই আমাদের মনকে নাড়া দেয়। শরৎ যে পূর্ণতার ঋতু! শরৎ আসে হালকা চপলা ছন্দে। এসেই মেঘ আর রৌদ্রের লুকোচুরি খেলায় মাতে। শরৎ শুভ্রতার প্রতীক। গাছের পাতায় ঝকঝকে রোদের ঝিলিক, ভরা নদীর পূর্ণতা, নদীতীরে ফুটে থাকা অজস্র কাশফুল, শিউলি আর সারা আকাশ জুড়ে তুলোর মতো শুভ্র মেঘ-এসবই জানিয়ে দেয় শরৎ এসে গেছে বাংলার প্রকৃতিতে।

বর্ষার অবসানে তৃতীয় ঋতু শরৎ এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে আবির্ভূত হয়। ভাদ্র ও আশ্বিন (আগস্ট মাসের মধ্যভাগ থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত) মিলে শরৎকাল। ভাদ্র (সেপ্টেম্বর) মাসে তাপমাত্রা আবার বৃদ্ধি পায়, আর্দ্রতাও সর্বোচ্চে পৌঁছে। শরৎকালে বনে- উপবনে শিউলি, গোলাপ, বকুল, মলিকা, কামিনী, মাধবী প্রভৃতি ফুল ফোটে। বিলে-ঝিলে ফোটে শাপলা আর নদীর ধারে কাশফুল। এ সময়ে তাল গাছে তাল পাকে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজাও এ সময় অনুষ্ঠিত হয়।

হালকা কুয়াশা আর বিন্দু বিন্দু জমে ওঠা শিশির, শারদপ্রভাতের প্রথম সলজ্জ উপহার। এর ওপর যখন সূর্যের আলো পড়ে তখন মনে হয় চারদিকে ছড়িয়ে আছে অজস্র মুক্তোদানা। যথার্থই শরতের নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের তুলনা নেই।
আকাশে এখন গাঢ় নীলিমার অবারিত বিস্তার। ক্ষান্ত- বর্ষণ সুনীল আকাশের পটভূমিকায় জলহারা লঘুভার মেঘপুঞ্জ। ধীর মন্থর ছন্দে তার কেবলই সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ যাত্রা। দিকে দিকে তার প্রসন্ন হাসির নম্র আভা। নদী-সরসীর বুকে কুমুদ-কলমের নয়ন-মুগ্ধকর সমারোহ-শোভা। বিস্তর সবুজ ধানের ক্ষেত। তার শ্যামশস্য হিল্লোলে উঠে গুঞ্জরণ। গাছে গাছে পত্রপল্লবে সবুজের ছড়াছড়ি। প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে শেফালি-সৌরভ। আঙিনায় আঙিনায় গুচ্ছ গুচ্ছ দোপাটির বর্ণসজ্জা। নদীকূলে কাশের বনে শুভ্র তরঙ্গ-কম্পন। প্রভাতে তৃণপল্লবে নবশিশিরের ভীরু স্পর্শ। তাতে অরুণ-আলোর রক্ত-আভার লজ্জানম্র ভুবন-ভোলানো রূপ-কান্তি। গাছে গাছে, ডালে ডালে, দোয়েল পাপিয়ার প্রাণমাতানো সুরমূর্ছনা। নৈশ নীলাকাশে রজতশুভ্র জোছনার উদাস-করা হাতছানি। শারদ-লক্ষ্মীর এই অপরূপ রূপলাবণ্য মর্ত্যভূমিকে করেছে এক সৌন্দর্যের অমরাবতী।

স্নিগ্ধতা আর কোমলতার এক অপূর্ব রূপ নিয়ে আসে শরতের রাত। শরৎ-রাত্রির চাঁদ সারা রাত ধরে মাটির শ্যামলিমায় ঢেলে দেয় জোছনা ধারা। মাঝে মাঝে বয়ে যায় স্নিগ্ধ বাতাস। দূর থেকে ভেসে আসে শিউলির সুবাস। মন কিছুতেই ঘরে আটকে থাকতে চায় না। কেবলই ছুটে যেতে চায় বাইরে। ঝকঝকে জোছনায় পাখিদের ভ্রম হয়। ভোর হয়ে গেছে ভেবে ডেকে ওঠে কাক। ভোর হতে না হতেই শিশিরসিক্ত শিউলি ঝরে পড়ে সবুজ ঘাসে। কমলা বোঁটায় তখনও টলমল করে জলের কণা। কবি-হৃদয় চঞ্চল হয়। লেখেন কবিতা কিংবা গান :

'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা
নবীন ধানের মঞ্জরি দিয়ে সাজায়ে এনেছি বরণডালা।'

শরতে নীল সরোবরে পদ্মের সাথে হৃদয়

মেলে ফুটে ওঠে বাংলাদেশের প্রাণ। শরতে কেবলি বর্ণেও স্নিগ্ধতা আর উদারতা। সবুজ, নীল আর সাদার এমন অপূর্ব সমন্বয় আর কোনো ঋতুতে দেখা যায় না। বাংলাদেশ আপনার হৃদয় উজাড় করে মেলে ধরে এই শরতে। বাংলার প্রকৃতিতে শরৎ তার রূপ মাধুরী ছড়িয়ে দেয় বর্ণে গন্ধে ছন্দে আর গীতিতে!

শরতে এমনি করেই ধীরে ধীরে উৎসবের সাজে সেজে ওঠে শস্যবিচিত্রা ধরিত্রী। আকাশে-বাতাসে বাজে মধুর আগমনী গান। মানুষের মনে লাগে উৎসবের রঙ। শরতের ভুবনবিজয়ী রূপের প্রেক্ষাপটেই রচিত হয় উৎসব-বেদী। বাঙালির হৃদয়মন আসন্ন উৎসবের আনন্দ-জোয়ারে প্লাবিত হয়। বাঙালির মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ শারদ-উৎসব দুর্গাপূজার আয়োজনে মুখরিত হয় বাংলার গ্রাম-নগর। দিকে দিকে তারই আনন্দ-স্রোত, কলোচ্ছ্বাস।

শরৎ ফসলের ঋতু নয়। আগামী ফসলের সম্ভাবনার বাণীই সে বহন করে আনে। পাকা ধানের ডগায় সোনালি রোদ গলে গলে পড়বে সেই স্বপ্নে চকচক করে কৃষকের চোখ। দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানের ক্ষেত দেখে কৃষক আশায় বুক বাঁধে। আর কিছুদিন পরেই ঘরে উঠবে সোনার ধান, পরম আদরের ধান। শরৎ তাই আগামী ফসলের সম্ভাবনার বাণী। মাঠে মাঠে নবজীবনের আশ্বাস। বর্ষায় যে বীজ বপন, হেমন্তে যে পাকা ফসলের পরিণত- প্রতিশ্রুতি, শরতে তারই পরিচর্যা। অনাগত দিনের স্বপ্ন- সম্ভাবনায় তার নম্র নেত্রে খুশির ঝিলিক। এরই ওপর কৃষি-প্রধান বাংলাদেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব রচিত হয়। তাই অর্থনৈতিক প্রবাহে শরৎ ঋতুরও রয়েছে এক অপরিহার্য ভূমিকা।

জগতে কোন কিছুই স্থায়ী নয়। শরতের প্রসন্ন বর্ণবৈভবও একদিন স্তিমিত হয়ে পড়ে। আনন্দমুখর উৎসব- সমারোহ থেমে যায়। কালচক্রের আবর্তনে শুধুই পট- পরিবর্তন। শরৎ-বিদায়ের লগ্ন আসে এগিয়ে। শিশির বিছানো, শিউলি-ঝরা পথের ওপর দিয়ে কখন যে নিঃশব্দে চলে গেছে। পথে পথে রেখে যায় ম্লান, ঝরা শেফালি, বিষণ্ণ কাশের গুচ্ছ, আর মাঠভরা নতুন ধানের মুঞ্জরি। বিসর্জনের বেদনায় আমাদের মন ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে তার বিদায়-পথের দিকে চেয়ে থাকে এই বাংলার মাঠ- প্রান্তর, পশু-পাখি, মানুষ, তরুলতা। মনের কোণে জমে থাকে বিদায় মুহূর্তের বিষণ্ণতা। সর্বত্রই উৎসব শেষের অশ্রুবিধুর আকুলতা। শরৎ যে আমাদের প্রাণের ঋতু! ঋতু চক্রের মহিমায় বাংলাদেশ চিরকাল অপূর্ব সুখ, সৌন্দর্য ও শান্তির নিকেতন।

'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।'

সময়ের প্রবাহমানতায়, কালের আবর্তনে শরতের বিদায় ঘন্টা বেজে উঠে! আবার একটি বছরের প্রতিক্ষায় দিনগুণে বাংলার মানুষ- আবার কবে বাংলার প্রকৃতিতে শিউলি বিছানো পথ ধরে ফিরে আসবে শুভ্র শরৎ!

লিখেছেন:
জন্মজয় কুমার দাশ
সহঃ সম্পাদক, অগ্রদূত

বাংলাদেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের একাল সেকাল!

PALLIATIVE CARE SOCIETY OF BANGLADESH

প্যালিয়েটিভ কেয়ার কি

"ইকবাল বেসরকারি চাকরিজীবী। স্ত্রী ও কর্মজীবী। এক সন্তান নিয়ে ঢাকা নিবাসী। মাসখানেক জ্বর। কিছুতেই কমছে না। পরীক্ষা নিরীক্ষায় খরচ হয়ে যায় লাখখানেক টাকা। ধরা পড়লো ফুসফুসের ক্যান্সার। প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় নিরাময় অযোগ্য। স্বামী-স্ত্রী ফ্ল্যাটের বুকিং ক্যান্সেল করলেন বিদেশে ভালো চিকিৎসার জন্য। কিন্তু সেখানে ও চিকিৎসক বলেছেন " আর কিছু করার নাই, বাড়ি নিয়ে যান"। এখন ইকবাল ওর পরিবার কি করবে?"

এই রকম 'ইকবাল' এর গল্প বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরে ঘরে। 'ইকবাল' এর রোগ ভালো করা না গেলে ও, তার শারিরীক কষ্টের সাথে সাথে মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ভোগান্তি কমানোর বিজ্ঞান সম্মত উপায়ের নাম 'প্যালিয়েটিভ কেয়ার'। 'প্যালিয়েটিভ কেয়ার' চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি সামগ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থা যার মাধ্যমে আর ভালো হয়ে যাবে না এমন রোগে আক্রান্ত মানুষ ও তাদের পরিবারের শারিরীক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কষ্ট কমিয়ে থাকে। যেখানে প্যালিয়েটিভ চিকিৎসক, নার্স, (প্যালিয়েটিভ কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট) পিসিএ, ফার্মাসিস্টদের সাথে সাথে প্রয়োজনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনান্য স্বাস্থ্য পেশাজীবিদেরও সাহায্য নেয়া হয়।

প্যালিয়েটিভ সেবায় বিশ্বে বর্তমান অবস্থা

বিশ্বে প্রায় ৬ কোটি লোকের প্রশমন সেবা প্রয়োজন। এর মধ্যে ৭৬% মানুষের বসবাস মধ্যম ও নিম্ন আয়ের দেশে। বৈশ্বিক চালচিত্রে কেবল ১৪% মানুষ এই সেবাটি পেয়ে থাকেন। বিশ্বের এই চিত্রের সাথে বাংলাদেশের চিত্রও অভিন্ন। কিছু কিছু উদ্দ্যোগ বাংলাদেশে থাকলেও এই সেবার ব্যপ্তি খুবই নগণ্য ।

প্যালিয়েটিভ সেবায় বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা

২০১৫ সালে ব্রিটিশ সাপ্তাহিক পত্রিকা 'The Economist' এ মৃত্যুর গুণগত মান নিয়ে বিশ্বে ৮০টি দেশে একটি গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশিত হয়; যেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৯তম। এতে প্রতিয়মান হয় যে, গুণগত মৃত্যুর সুচকে আমাদের পরিস্থিতি।

২০১৪ সালে ২৪শে মে, তৎকালীন স্বাস্থ্য মন্ত্রী-বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' এর আয়োজনে ওয়ার্ল্ড হেলথ এলায়েন্স ৬৭.১৯ শিরোনামে একটি রেজোলুউশনে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। যেখানে বলা হয়-জীবন জুড়ে ব্যাপক সেবার একটি উপাদান হিসেবে প্যালিয়েটিভ কেয়ার বা প্রশমন সেবাকে শক্তিশালী করা'।

বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিকস, ২০২১' এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রশমন সেবা প্রয়োজন প্রায় ৮,১৫,৫১২ জনের। এর মধ্যে শিশু প্রায় ৭০,৭১২ জন এবং বয়স্ক মানুষের সংখ্যা প্রায় ৭,৪৪,৮৮০ জন। ২০০৮ সালে সারাবিশ্বে প্যালিয়েটিভ কেয়ার উন্নয়ন শ্রেণীকরণে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৩য় স্তরে। এই বিভাগ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা অধ্যাপক ডা. নিজাম উদ্দিন আহমেদ। উনার নেতৃত্বে ৫৩ তম বিভাগ হিসেবে তৎকালীন একমাত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় পিজি হাসপাতালে প্যালিয়েটিভ মেডিসিন বিভাগের উদ্ভব ঘটে।

■ **অগ্রদূত ডেস্ক**

আমি কেন কাব স্কাউট হলাম

আমি একজন গর্বিত কাব স্কাউট শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড ২০২২ আঞ্চলিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ।

ছোটবেলায় আম্মুর সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতাম, একদিন ২৬শে মার্চের অনুষ্ঠানে স্টেডিয়ামে দেখলাম বিশেষ পোশাকের কিছু ছেলে-মেয়ে ভিতরে দায়িত্ব পালন করছে। আমি ভাবলাম ওরা ছোট পুলিশ।

আমাদের স্কুলে একজন শিক্ষার্থী ঐ বিশেষ পোশাক পরে স্কুলের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে। একদিন তাদের জিজ্ঞাসা করলাম ওরা বলল, 'আমরা কাব স্কাউট'।

দায়িত্ব পালন ও নেতৃত্বদানই আমাকে ঐ বিশেষ পোশাকের প্রতি আকর্ষণ করে। আমাদের স্কুলের কাব স্কাউটরা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, অ্যাসেম্বলিতে দায়িত্ব পালন, অতিথিদের সেবা প্রদান ও ছোটন বড়দের সাহায্য করত।

একজন কাব স্কাউট হাওয়ার পর কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা, কাব স্কাউট মটো ও কাব স্কাউট আইন জানার পর আমি আরও অনুপ্রাণিত হয়।

স্কাউটদের বিভিন্ন কার্যক্রম বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে জানার সুযোগ হয়েছে আমার। একজন সফল স্কাউটার হওয়ার জন্য আমাকে আরও বেশি করে উজ্জীবিত করছে। সেই লক্ষ্যে আমি প্রতিদিন ছোট বড় ভাল কাজ করার চেষ্টা করি। নিয়মিত নামাজ পড়ি, সময় এবং সুযোগ হল কোরআন তিলাওয়া করি। বড়দের সম্মান করি। মা'কে সাহায্য করি, নিজের কাজ নিজে করার চেষ্টা করি, ভেবে চিন্তে কাজ করি। স্কুলে স্যার ও ম্যাডামদের অ্যাসেম্বলিতে সাহায্য করি। ক্লাসে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বন্ধুদের নিয়ে শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালন করি।

আমি এখন সফল ক্লাস ক্যাপ্টেন এবং অ্যাসেম্বলির ভালো পারফর্ম সাহসী বক্তা এবং ভালো আবৃত্তিকার, স্যারদের পছন্দের ছাত্র এবং সহপাঠীদের ভালো বন্ধু। আমি একজন সুনাগরিক, চরিত্রবান ও মানবিক মানুষ হয়ে উঠতে চাই। একজন সফল স্কাউটার হওয়াঃ চেষ্টা, স্বপ্ন একজন ভালো মানুষ হওয়ার পাশাপাশি একজন স্মার্ট নাগরিক এবং সৎ মানুষ হতে সাহায্য করবে।

বঙ্গবনধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার সোনার মানুষ হয়ে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশাল করে স্মার্ট নাগরিক হয়ে উঠতে পারব, ইনশাআল্লাহ্।

লেখক:
আব্‌তাহী মোঃ আল্ জাওয়াদ
কক্সবাজার পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয় কাব স্কাউট দল

জাতীয় কন্টেন্ট রাইটিং প্রতিযোগিতা ২০২৩-এ কাব স্কাউট শাখায় প্রথম স্থান অর্জনকারী

স্কাউট কলাম

আমি কেন কাব স্কাউট হলাম

'কাবিং করি, আমরা কাবিং করি,
সুন্দর দেশ সুস্থ জীবন গড়ি'

স্কাউটিং হলো একটি শিক্ষামূলক ও অরাজনৈতিক আন্দোলন । কাব স্কাউটিং এর মাধ্যমে এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নবীন শিক্ষার্থীরা ছোটবেলা থেকে পরোপকারি, সৎ, চরিত্রবান, সৃজনশীল, আত্মনির্ভরশীল ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। স্কাউট প্রতিষ্ঠাতা ব্রিটিশ নাগরিক লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ১৯০৭ সালে স্কাউটিং আন্দোলন শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯১৪ সালে কাব স্কাউটিং শুরু করেন। সাধারণত ৬ থেকে ১০+ বছর বয়সী ছেলে মেয়েদের জন্য কাব স্কাউটিং কাব স্কাউটিং কীভাবে আমাকে আত্মপ্রত্যয়ী করেছে সে কথাই প্রকাশ করছি।

প্যাক মিটিং হচ্ছে কাব স্কাউটিং এর মূল চাবিকাঠি। এটি পাঠ্য বইয়ের সিলেবাসে সীমাবদ্ধ নয়। এটি সীমাহীন মুক্তাঙ্গনের কাজ। এখানে একজন শিশু লেখাপড়ার পাশাপাশি তার অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব নাগরিক হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করে। একজন কাব স্কাউট, একজন সাধারণ শিক্ষার্থী থেকে একবীপ এগিয়ে থাকে। একজন কাব স্কাউট তার জীবনে প্রতিজ্ঞা ও আইন মেনে চলার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। একজন কাব স্কাউট কাব স্কাউটিং এর মাধ্যমে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয় এবং দক্ষ নাগরিক হয়ে ওঠে। একজন কাব স্কাউট দীক্ষা নেওয়ার পর খেলাধুলা ও আনেন্দ উল্লাসে প্রশিক্ষণ গ্রহমের মাধ্যমে বাবা-মা ও অভিবাবক এবং বড়দের প্রতি আনুগত্য হয়। নিজেকে গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করে এবং প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে সে পারদর্শী হয়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিক তায় সে সদস্য ব্যাজ, তাঁরা ব্যাজ, চাঁদ ব্যাজ ও চাঁদ তাঁরা ব্যাজ এবং চূড়ান্তভাবে শাপলাকাপ অ্যাওয়ার্ড অর্জনের মধ্যে দিয়ে সে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে।

কাব স্কাউটিং কার্যক্রম আমাদের সাহসী ও আত্ম প্রত্যায়ী করে তোলে। এসো আমরা কাব স্কাউট আইন ও প্রতিজ্ঞা মেনে চলি এবং তা নিজ জীবনে প্রতিফলন ঘটিয়ে নিজেকে আত্মমর্যাদাবোধে উজ্জীবিত করি।

'বিপি বলেছেন, একটি কথা বেশ
'সুন্দর রাখ নিজের পরিবেশ
মরনের পড়েও তোমায় স্মরণ করবে দেশ'

লেখক:
মাইমুনা ইসলাম
খুলনা জেলা নৌ কাব স্কাউটস

জাতীয় কন্টেন্ট রাইটিং প্রতিযোগিতা ২০২৩-এ কাব স্কাউট শাখায় দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী

আমার দেখা
দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ২৫তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী

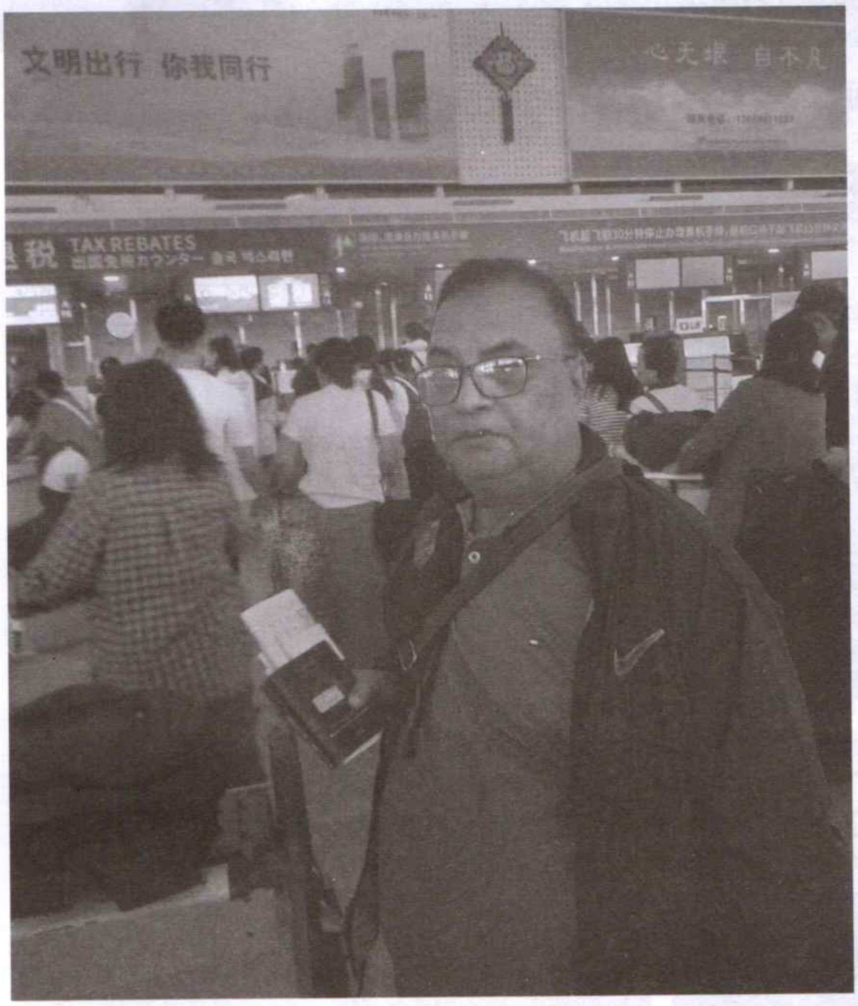

০৩. চীনের ইয়ানটাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যথাসময়ে চায়না ইস্টার্নের ফ্লাইট অবতরণ করলে দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচিয়নে পৌঁছানোর পথ সহজ ও সুগম হলো। মনটাও ফুরফুরে হলো। ক্লান্তি অনেকটা ভুলে গেলাম। যে সংশয় এতক্ষণ মনের মধ্যে দানা বেঁধে ছিলো তার খানিকটা উপশম হলো। ইয়ানটাই হচ্ছে চীনের সানডং প্রদেশের একটি পোর্ট সিটি। এখান থেকে প্লেনে দক্ষিণ কোরিয়ার দুরত্ব মাত্র ১:২৫ মিনিট। ছুঁইছুঁই দুরত্ব পার হয়ে অবশেষে চীনের ইয়ানটাই থেকে কোরিয়ার ইনচিয়ন বিমানবন্দরে পৌঁছলাম ঠিক ১০:৫৫ মিনিটে।

ইনচিয়নে নেমেই দেখি সারা পৃথিবী থেকে আসা শত-শত স্কাউট যাত্রী; লক্ষ্য কোরিয়ার সাইমেনগুম; লক্ষ্য বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী প্রান্তর। লক্ষ্য স্কাউট অঙ্গনের সর্ববৃহৎ বিশ্বআসরে যোগদান।

এবাও ম্লান মুখ অম্লান হলো। অস্থির চিত্ত স্থির হলো। অন্যদের অনিস্প্রভ বর্ণিল হাসির রেখায় যোগ হলো আমাদের হাসিও। জাতি-ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল গোত্রের সকল বয়সের নারী-পুরুষের একই গন্তব্য দক্ষিণ কোরিয়ার সাইমেনগুম -তেঁতাল্লিশ হাজার স্কাউটের মহামিলনের তীর্থস্থান সাইমেনগুম।

১৫৮ টি অংশগ্রহণকারী দেশের মধ্যে সংখ্যার বিবেচনায় বাংলাদেশর যোগদানগত অবস্থান উনিশ। অবশ্য স্কাউট বিশ্বে স্কাউট সংখ্যায় বাংলাদেশ চতুর্থ; প্রায় চব্বিশ লক্ষ স্কাউট বাংলাদেশের।

ইনচিয়নে নেমে দেখি আকাশভাঙা বৃষ্টির মতো অজস্র স্কাউট তারুণ্যের জমায়েত। স্ব স্ব দেশীয় স্কাউট স্কার্ফ, ড্রেসে সজ্জিত সবাই। হাতে কাঁধে ব্যাগ-লাগেজ।প্রাণের আবেগ, উৎসব, উৎসরণ উচ্ছ্বাসে ইনচিয়ন বিমান বন্দর থৈথৈ রবরব। দেখার এক নতুন বিশ্বের বিস্ময়!!হায় হ্যালো অচেনা মুখের চেনা সুর, অচেনা চোখের চেনা চাহনি, আবেগের হৃদয়ে বেগের প্রভঞ্জন। মিলনের হাতছানি! যেন একাকার বিশ্ব,বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মেরুকরণের অভূতপূর্ব এক নিসর্গপ্রীতি। এক গন্তব্য এক সুর! স্কাউট তালি-স্কাউট তালি -বাজাই জোরে -বাজাই জোরে!

আহা--! প্রাণানন্দের কী বিজয় উৎসব!!! মহামিলনের কী মহোৎসব ; মহাযজ্ঞের কী অনিমেষ আয়োজন !! ধ্যানে জ্ঞানে যেন চিরন্ময় হিরন্ময় সৌন্দর্য অন্বেষণ, যেন কোন প্রত্যাশা পূরণে মহামিলনের অস্হির অপেক্ষা----!!!

(চলবে)

লেখক: মঈনুদ্দিন মানু
জাতীয় উপ কমিশনার (মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশন) বাংলাদেশ স্কাউটস ও সহ সভাপতি, আমরা স্কাউট গ্রুপ এবং সাবেক ডিজিএম, জনতা ব্যাংক লিমিটেড।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

হোয়াটসঅ্যাপে চ্যানেল খুলবেন যেভাবে

সম্প্রতি নতুন নতুন সুবিধা যুক্ত হচ্ছে বার্তা আদান-প্রদানের মাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপে। এর সবশেষ সংযোজন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফিচার। জনপ্রিয় তারকারাও হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল তৈরি করছেন। এই ফিচারটি চালু করার সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, আপনার প্রিয় অভিনেতা বা অভিনেত্রী সম্পর্কে সমস্ত আপডেট হোয়াটসঅ্যাপে পাওয়া যাবে। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি, লেটেস্ট আপডেটগুলো সহজে পেয়ে যাবেন ব্যবহারকারীরা।

বিশ্বের অন্তত ১৫০টি দেশে চালু হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফিচার। ফিচারটি চালু হওয়ার পর অনেকের মনে প্রশ্ন, কীভাবে নিজের চ্যানেল তৈরি করা যায়। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক কীভাবে নিজেই খুলবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল।

হোয়াটসঅ্যাপের ওয়েবসাইটে জানানো হয়, চ্যানেল তৈরি করতে আপনার অবশ্যই একটি বিসনেজ অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। আপনার ফোনে অ্যাপটির লেটেস্ট ভার্সন ইনস্টল করতে হবে। এ ছাড়া অ্যাকাউন্টে টু-স্টেপ ভ্যারিফিকেশন চালু থাকা প্রয়োজন, যাতে আপনার ব্যক্তিগত কোনো তথ্য কেউ না পায়।

কীভাবে নিজেই হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল তৈরি করবেন:

- প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপ বিসনেজ অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। এর পর আপডেট ট্যাবে প্লাস (+) আইকনে ক্লিক করতে হবে।
- এই অপশনে ক্লিক করার পর নিউ চ্যানেল অপশন দেখতে পাবেন।
- নিউ চ্যানেলে ক্লিক করে গেট স্টার্টেডে প্রবেশ করে অনস্ক্রিন ইনস্ট্রাকশনসে লেখা কিছু নির্দেশনা অনুসরন করুন।
- এরপর চ্যানেলের নাম দিয়ে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন।

হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের কী কী সুবিধা:

* এনহ্যান্সড ডিরেক্টরি - আপনি আপনার দেশের এবং অটোমেটিক্যালি ফিল্টার করা যেকোনো চ্যানেল খুঁজে নিতে পারবেন। পাশাপাশি সেই সব চ্যানেল ফলো করতে পারবেন, যেগুলো অধিক সক্রিয় এবং বেশি ফলোয়ারের ভিত্তিতে জনপ্রিয়।

* রিঅ্যাকশনস - বিভিন্ন চ্যানেলের বিভিন্ন আপডেটে ইমোজি রিঅ্যাকশন করে নিজের ফিডব্যাক জানাতে পারবেন।

* এডিটিং - একটি চ্যানেলের অ্যাডমিন তার আপডেটের পরিবর্তন সম্পাদনা করতে পারবেন ৩০ দিন পর্যন্ত। এর পরে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সার্ভার থেকে ডিলিট হয়ে যাবে।

* ফরোওয়ার্ডিং - আপনি যখন কোনো আপডেট অন্য কোনো অ্যাকাউন্ট বা গ্রুপে পাঠাবেন, তখন সেই চ্যানেলের একটি লিঙ্কও তাতে যুক্ত থাকবে। যাতে করে ব্যবহারকারীরা সেই বিষয় ও চ্যানেল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারেন।

■ **অগ্রদূত ডেস্ক**

২১তম প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ কনফারেন্স ২০২৩

ফটো গ্যালারী

২১তম প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ কনফারেন্স ২০২৩

ফটো গ্যালারী

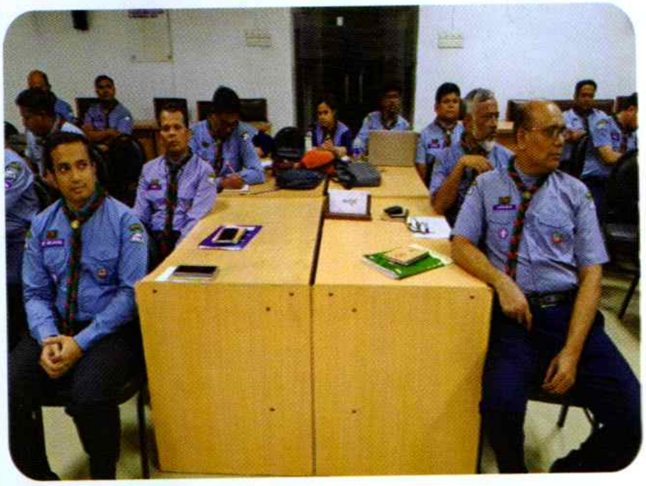

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন স্কাউটদের-ট্যালেন্ট হান্ট প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

ফটো গ্যালারী

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন স্কাউটদের-ট্যালেন্ট হান্ট প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

ফটো গ্যালারী

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ওয়েব পোর্টাল বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস ২০২৩ উদযাপন

দেশব্যাপী জাতীয় পর্যায়ের সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত

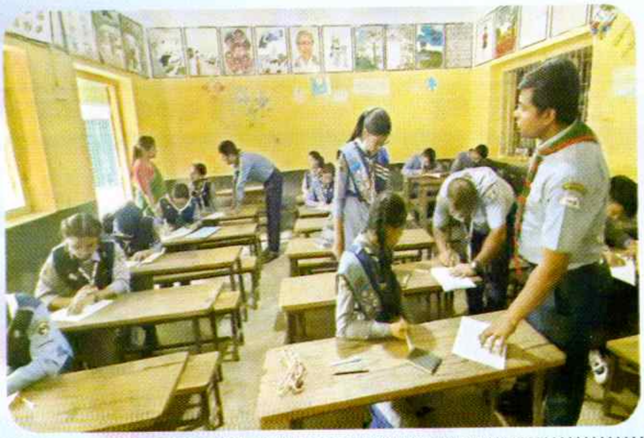

ICC MEN'S CRICKET WORLD CUP INDIA 2023

ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৩

সময়সূচি

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র
অগ্রদূত
AGRADOOT

০৫ অক্টোবর	ইংল্যান্ড VS নিউজিল্যান্ড	দুপুর ২:৩০	আহমেদাবাদ
০৬ অক্টোবর	পাকিস্তান VS নেদারল্যান্ডস	দুপুর ২:৩০	হায়দরাবাদ
০৭ অক্টোবর	বাংলাদেশ VS আফগানিস্তান	সকাল ১১:০০	ধর্মশালা
০৭ অক্টোবর	দ. আফ্রিকা VS শ্রীলঙ্কা	দুপুর ২:৩০	দিল্লি
০৮ অক্টোবর	ভারত VS অস্ট্রেলিয়া	দুপুর ২:৩০	চেন্নাই
০৯ অক্টোবর	নিউজিল্যান্ড VS নেদারল্যান্ডস	দুপুর ২:৩০	হায়দরাবাদ
১০ অক্টোবর	বাংলাদেশ VS ইংল্যান্ড	সকাল ১১:০০	ধর্মশালা
১০ অক্টোবর	পাকিস্তান VS শ্রীলঙ্কা	দুপুর ২:৩০	হায়দরাবাদ
১১ অক্টোবর	ভারত VS আফগানিস্তান	দুপুর ২:৩০	দিল্লি
১২ অক্টোবর	অস্ট্রেলিয়া VS দ. আফ্রিকা	দুপুর ২:৩০	লক্ষ্ণৌ
১৩ অক্টোবর	বাংলাদেশ VS নিউজিল্যান্ড	দুপুর ২:৩০	চেন্নাই
১৪ অক্টোবর	ভারত VS পাকিস্তান	দুপুর ২:৩০	আহমেদাবাদ
১৫ অক্টোবর	ইংল্যান্ড VS আফগানিস্তান	দুপুর ২:৩০	দিল্লি
১৬ অক্টোবর	অস্ট্রেলিয়া VS শ্রীলঙ্কা	দুপুর ২:৩০	লক্ষ্ণৌ
১৭ অক্টোবর	দ. আফ্রিকা VS নেদারল্যান্ডস	দুপুর ২:৩০	ধর্মশালা
১৮ অক্টোবর	নিউজিল্যান্ড VS আফগানিস্তান	দুপুর ২:৩০	চেন্নাই
১৯ অক্টোবর	বাংলাদেশ VS ভারত	দুপুর ২:৩০	পুনে
২০ অক্টোবর	অস্ট্রেলিয়া VS পাকিস্তান	দুপুর ২:৩০	ব্যাঙ্গালুরু
২১ অক্টোবর	নেদারল্যান্ডস VS শ্রীলঙ্কা	সকাল ১১:০০	লক্ষ্ণৌ
২১ অক্টোবর	ইংল্যান্ড VS দ. আফ্রিকা	দুপুর ২:৩০	মুম্বাই
২২ অক্টোবর	ভারত VS নিউজিল্যান্ড	দুপুর ২:৩০	ধর্মশালা
২৩ অক্টোবর	পাকিস্তান VS আফগানিস্তান	দুপুর ২:৩০	চেন্নাই
২৪ অক্টোবর	বাংলাদেশ VS দ. আফ্রিকা	দুপুর ২:৩০	মুম্বাই
২৫ অক্টোবর	অস্ট্রেলিয়া VS নেদারল্যান্ডস	দুপুর ২:৩০	দিল্লি
২৬ অক্টোবর	ইংল্যান্ড VS শ্রীলঙ্কা	দুপুর ২:৩০	ব্যাঙ্গালুরু
২৭ অক্টোবর	পাকিস্তান VS দ. আফ্রিকা	দুপুর ২:৩০	চেন্নাই
২৮ অক্টোবর	অস্ট্রেলিয়া VS নিউজিল্যান্ড	সকাল ১১:০০	ধর্মশালা
২৮ অক্টোবর	বাংলাদেশ VS নেদারল্যান্ডস	দুপুর ২:৩০	কলকাতা
২৯ অক্টোবর	ভারত VS ইংল্যান্ড	দুপুর ২:৩০	লক্ষ্ণৌ
৩০ অক্টোবর	আফগানিস্তান VS শ্রীলঙ্কা	দুপুর ২:৩০	পুনে
৩১ অক্টোবর	বাংলাদেশ VS পাকিস্তান	দুপুর ২:৩০	কলকাতা
০১ নভেম্বর	নিউজিল্যান্ড VS দ. আফ্রিকা	দুপুর ২:৩০	পুনে
০২ নভেম্বর	ভারত VS শ্রীলঙ্কা	দুপুর ২:৩০	মুম্বাই
০৩ নভেম্বর	নেদারল্যান্ডস VS আফগানিস্তান	দুপুর ২:৩০	লক্ষ্ণৌ
০৪ নভেম্বর	নিউজিল্যান্ড VS পাকিস্তান	সকাল ১১:০০	ব্যাঙ্গালুরু
০৪ নভেম্বর	ইংল্যান্ড VS অস্ট্রেলিয়া	দুপুর ২:৩০	আহমেদাবাদ
০৫ নভেম্বর	ভারত VS দ. আফ্রিকা	দুপুর ২:৩০	কলকাতা
০৬ নভেম্বর	বাংলাদেশ VS শ্রীলঙ্কা	দুপুর ২:৩০	দিল্লি
০৭ নভেম্বর	অস্ট্রেলিয়া VS আফগানিস্তান	দুপুর ২:৩০	মুম্বাই
০৮ নভেম্বর	ইংল্যান্ড VS নেদারল্যান্ডস	দুপুর ২:৩০	পুনে
০৯ নভেম্বর	নিউজিল্যান্ড VS শ্রীলঙ্কা	দুপুর ২:৩০	ব্যাঙ্গালুরু
১০ নভেম্বর	দ. আফ্রিকা VS আফগানিস্তান	দুপুর ২:৩০	আহমেদাবাদ
১১ নভেম্বর	বাংলাদেশ VS অস্ট্রেলিয়া	সকাল ১১:০০	পুনে
১১ নভেম্বর	ইংল্যান্ড VS পাকিস্তান	দুপুর ২:৩০	কলকাতা
১২ নভেম্বর	ভারত VS নেদারল্যান্ডস	দুপুর ২:৩০	ব্যাঙ্গালুরু

১৫ নভেম্বর	১ম সেমিফাইনাল	১ম স্থান VS ৪র্থ স্থান	দুপুর ২:৩০	মুম্বাই
১৬ নভেম্বর	২য় সেমিফাইনাল	২য় স্থান VS ৩য় স্থান	দুপুর ২:৩০	কলকাতা
১৯ নভেম্বর	ফাইনাল		দুপুর ২:৩০	আহমেদাবাদ

বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জন্য শুভকামনা
বাংলাদেশ স্কাউটস

খেলাধুলা

বিশ্বকাপ ক্রিকেট

আয়োজন : ১৩তম আয়োজক: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) * সময়কাল : ৫ অক্টোবর-১৯ নভেম্বর ২০২৩ * স্বাগতিক ভারত * অংশগ্রহণকারী দেশ। ১০টি মোট ভেন্যু : ১০টি * মোট ম্যাচ ৪৮টি * উদ্বোধনী ম্যাচ : ৫ অক্টোবর ২০২৩; ইল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড (নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম, আহমেদাবাদ) * ফাইনাল ম্যাচ : ১৯ নভেম্বর ২০২৩ (নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম, আহমেদাবাদ)।

ICC MEN'S CRICKET WORLD CUP INDIA 2023

বিশ্বকাপ লোগো

২ এপ্রিল ২০২৩ এবারের ওয়ানডে বিশ্বকাপ লোগো উন্মোচন করা হয়। লোগোর নাম দেওয়া হয়-নাভারাসা ? সংস্কৃতিতে নাভা শব্দের অর্থ ৯; আর রাসা শব্দের অর্থ আবেগ। অর্থাৎ মানুষের ১টি আবেগকে সমন্বয় করেই বিশ্বকাপ লোগোর নাম দেওয়া হয় নাভারাসা।

অংশগ্রহণকারী ১০ দল

আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলংকা। উল্লেখ্য, ১৯৭৫ ও ১৯৭৯ সালের শিরোপাজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল এবারের বিশ্বকাপের বাছাই পর্ব থেকে বাদ পড়ে।

আম্পায়ার

৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ভারত বিশ্বকাপের জন্য ম্যাচ অফিশিয়ালদের নাম ঘোষণা করে। আম্পায়ারদের এমিরেটস এলিট প্যানেলের ১২ জন এবং ICC উদীয়মান আম্পায়ার প্যানেলের ৪ সদস্যসহ মোট ১৬ জনের নাম ঘোষণা করে। তারা হলেন- অস্ট্রেলিয়া : পল রাইফেল, রড টাকার ও পল উইলসন, বাংলাদেশ : শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত, ইংল্যান্ড : মাইকেল গফ, রিচার্ড ইলিংওয়াথ, রিচার্ড কেটলবরো ও অ্যালে ওয়ার্ফ, ভারত : নিতিন মেনন, নিউজিল্যান্ড : ক্রিস গ্যাফানি ও ক্রিস ব্রাউন, পাকিস্তান : আহসান রাজা, দক্ষিণ আফ্রিকা : মারাইস ইরাসমাস ও অ্যাড্রিয়ান হোল্ডস্টক, শ্রীলংকা : কুমার ধর্মসেনা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ : জোয়েল উইলসন।

ম্যাচ রেফারি

জাভাগল শ্রীনাথ (ভারত), জেফ ক্রো (নিউজিল্যান্ড), রি রিচার্ডসন (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) ও অ্যান্ডি পাইক্রফট (জিম্বাবুয়ে)।

বিশ্বকাপ ট্রফির বিশ্বভ্রমণ

২৭ জুন-৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বিশ্বকাপ ট্রফি বিশ্বভ্রমণ করে। এ সময়কালে ৫টি মহাদেশের ১৮টি দেশ ভ্রমণ করে ট্রফিটি। এর মধ্যে ৭-৯ আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত বিশ্বকাপ ট্রফিটি বাংলাদেশে অবস্থান করে। পাকিস্তান থেকে শ্রীলং হয়ে আসে বাংলাদেশে। প্রথমদিন পদ্মা সেতুর পাড়ে ফটোসেশন হয় । দ্বিতীয় দিন ঢাকার মিরপুরে শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এবং তৃতীয় দিন ঢাকার বসুন্ধরা সিটি শপিং মলে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।

যে স্টেডিয়ামে খেলা হবে

স্টেডিয়ামের নাম: নরেন্দ্র মোদি, এম. চিন্নাস্বামী, এম.এ. চিদম্বরম, অরুণ জেটলি, হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট সংস্থা, রাজীব গান্ধী, ইডেন গার্ডেনস, বিআরএসএবিভি একনা, ওয়াংখেড়ে এবং মহারাষ্ট্র ক্রিকেট এসোসিয়েশন

ভেন্যু

আহমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লি, ধর্মশালা, হায়দ্রাবাদ, কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, মুম্বাই এবং পুনে।

পরিসংখ্যানে বিশ্বকাপ ক্রিকেট (১৯৭৫-২০১৯)

মোট আসর : ১২টি * ম্যাচ : ৪৫৩টি * সেঞ্চুরি : ১৯৬টি * হ্যাটট্রিক: ১১টি * বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশগ্রহণকারী দেশ ২০টি * ১২টি বিশ্বকাপেই অংশগ্রহণকারী দেশ ৭টি- ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান, ভারত, নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলংকা * স্বাগতিক দেশ হিসেবে চ্যাম্পিয়ন শ্রীলংকা (১৯৯৬), ভারত (২০১১), অস্ট্রেলিয়া (২০১৫) এবং ইংল্যান্ড (২০১৯)।

দলীয় রেকর্ড

সর্বোচ্চ রান : ৪১৭/৬; অস্ট্রেলিয়া; বিপক্ষ আফগানিস্তান; ২০১৫। সর্বনিম্ন রান : ৩৬ রান; কানাডা; বিপক্ষ শ্রীলংকা; ২০০৩। রানের ব্যবধানে সবচেয়ে বড় জয় : ২৭৫ রানে; অস্ট্রেলিয়া; বিপক্ষ আফগানিস্তান; ২০১৫ । সবচেয়ে কম রানের ব্যবধানে জয় : ১ রানে; অস্ট্রেলিয়া ২ বার। বিপক্ষ ভারত; ১৯৮৭ ও ১৯৯২। সর্বাধিক জয় : ৬৯টি; অস্ট্রেলিয়া। সর্বাধিক পরাজয় : ৪২টি; জিম্বাবুয়ে । একটানা সর্বাধিক জয় : ২৫টি; অস্ট্রেলিয়া [১৯৯৯- ২০১১]। একটানা পরাজয়: ১৮টি; জিম্বাবুয়ে [১৯৮৩-১৯৯২]। সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয় : ৩২৯/৭ আয়ারল্যান্ড; ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। এক ম্যাচে সর্বোচ্চ রান : ৭১৪; অস্ট্রেলিয়া- বাংলাদেশ; ২০১৯।

ব্যাটিং রেকর্ড

সর্বাধিক রান : ৪৫ ম্যাচে ২,২৭৮ রান; শচীন টেন্ডুলকার (ভারত) (১৯৯২-২০১১] দ্রুততম সেঞ্চুরি : ৫০ বলে; কেভিন ওব্রায়ান (আয়ারল্যান্ড); বিপক্ষ ইংল্যান্ড; ২০১১ দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরি : ১৮ বলে; ব্রেন্ডন মাককালাম (নিউজিল্যান্ড) বিপক্ষ ইংল্যান্ড; ২০১৫ । সর্বাধিক সেঞ্চুরি : ৬টি; শচীন টেন্ডুলকার (ভারত) [১৯৯২-২০১১] এবং রোহিত শর্মা (ভারত) [২০১৫-২০১৯]। সর্বাধিক হাফ সেঞ্চুরি : ২১টি; শচীন টেন্ডুলকার (ভারত) [১৯৯২-২০১১] সর্বাধিক ছক্কা : ৪৯টি; ক্রিস গেইল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) [২০০৩-২০১৯] । এক টুর্নামেন্টে সর্বাধিক ছক্কা : ১৭টি; এডইন মরগান (ইংল্যান্ড); ২০১৯। ইনিংসে সর্বোচ্চ রান : অপরাজিত ২৩৭ রান; মার্টিন গাপটিল (নিউজিল্যান্ড); বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ; ২০১৫। সর্বোচ্চ জুটি : ৩৭২ রান; ক্রিস গেইল ও মারলন স্যামুয়েলস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ); দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে; ২০১৫। এক টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রান : ১১ ম্যাচে ৬৭৩ রান; শচীন টেন্ডুলকার (ভারত); ২০০৩।

বোলিং রেকর্ড

সর্বোচ্চ উইকেট : ৩৯ ম্যাচে ৭১ উইকেট; গ্লেন ম্যাকগ্রা (অস্ট্রেলিয়া) (১৯৯৬-২০০৭]। এক টুর্নামেন্টে সর্বাধিক উইকেট : ১০ ম্যাচে ২৭টি; মিচেল স্টার্ক (অস্ট্রেলিয়া); ২০১৯ ।

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ

১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সপ্তম ওয়ানডে বিশ্বকাপ আসরে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ। ২০২৩ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে এম বারের

মতো অংশগ্রহণ করবে বাংলাদেশ। এ প্রেক্ষাপটে জেনে নিন বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের আপ টু ডেট [১৯৯৯-২০১৯]।

* মোট ম্যাচ ৪২টি > জয়: ১৪টি, পরাজয় : ২৫টি, ফলাফল হয়নি : ১টিতে এবং পরিত্যক্ত : ২টি।

* ইনিংস > সর্বোচ্চ : ৩৩৩/৮; বিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া; ২০ জুন ২০১৯; নটিংহ্যাম, সর্বনিম্ন : ৫৮; বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ; ৪ মার্চ ২০১১; ঢাকা।

* জয় > সর্বোচ্চ রানে : ১০৫ রানে; বিপক্ষ আফগানিস্তান; ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫; ক্যানবেরা সর্বনিম্ন রানে : ১৫ রানে; বিপক্ষ ইংল্যান্ড; ৯ মার্চ ২০১৫; অ্যাডিলেড।

*ম্যান অব দ্য ম্যাচ : ৯ জনে ১৩ বার। সর্বাধিকবার ম্যান অব দ্য ম্যাচ: সাকিব আল হাসান; ৩ বার (দুবার করে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হন মোহাম্মদ আশরাফুল ও ইমরুল কায়েস০।

* সর্বাধিক রান : সাকিব আল হাসান; ২৯ ম্যাচে ১,১৪৬ রান [২০০৭-২০১৯]।

* ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান : ১২৮; মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ; বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড; ১৩ মার্চ ২০১৫; হ্যামিল্টন।

* শতরান : ৫টি; ৩ জন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ও সাকিব আল হাসান ২টি করে এবং মুশফিকুর রহিম ১টি।

* সর্বাধিক উইকেট : সাকিব আল হাসান; ২৯ ম্যাচে ৩৪টি [২০০৭-২০১৯]

* সেরা বোলিং : সাকিব আল হাসান; ৫/২৯; বিপক্ষ আফগানিস্তান; ২৪ জুন ২০১৯; সাউদাম্পটন।

* সর্বাধিক ক্যাচ : সৌম্য সরকার; ১৪ ম্যাচে ১৩টি (২০১৫-২০১৯)।

* সর্বাধিক ম্যাচ : সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম ও তামিম ইকবাল; ২৯টি [২০০৭-২০১৯]।

* অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক ম্যাচ : মাশরাফী বিন মোর্ত্তজা; ১৫ ম্যাচ [২০১৫-২০১৯)।

একনজরে বিশ্বকাপ ক্রিকেট

১ম : ৭-২১ জুন ১৯৭৫ - ওয়েস্ট ইন্ডিজ
২য়: ৯-২৩ জুন ১৯৭৯ - ওয়েস্ট ইন্ডিজ
৩য় : ১৯-২৫ জুন ১৯৮৩ -ভারত
৪র্থ : ৮ অক্টোবর ৮ নভেম্বর ১৯৮৭ -অস্ট্রেলিয়া
৫ম : ২২ ফেব্রুয়ারি ২৫ মার্চ ১৯৯২ - পাকিস্তান
৬ষ্ঠ : ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৭ মার্চ ১৯৯৬ - শ্রীলংকা
৭ম : ১৪ মে-২০ জুন ১৯৯৯ - অস্ট্রেলিয়া
৮ম : ৯ ফেব্রুয়ারি ২৩ মার্চ ২০০৩- অস্ট্রেলিয়া
৯ম : ৩ মার্চ-২৮ এপ্রিল ২০০৭ - অস্ট্রেলিয়া
১০ম : ১৯ ফেব্রুয়ারি-২ এপ্রিল ২০১১ - ভারত
১১তম : ১৪ ফেব্রুয়ারি-২৯ মার্চ ২০১৫ - অস্ট্রেলিয়া
১২তম : ৩০ মে-১৪ জুলাই ২০১৯ - ইংল্যান্ড

■ **অগ্রদূত ডেস্ক**

ডায়াবেটিসের ঝুঁকি

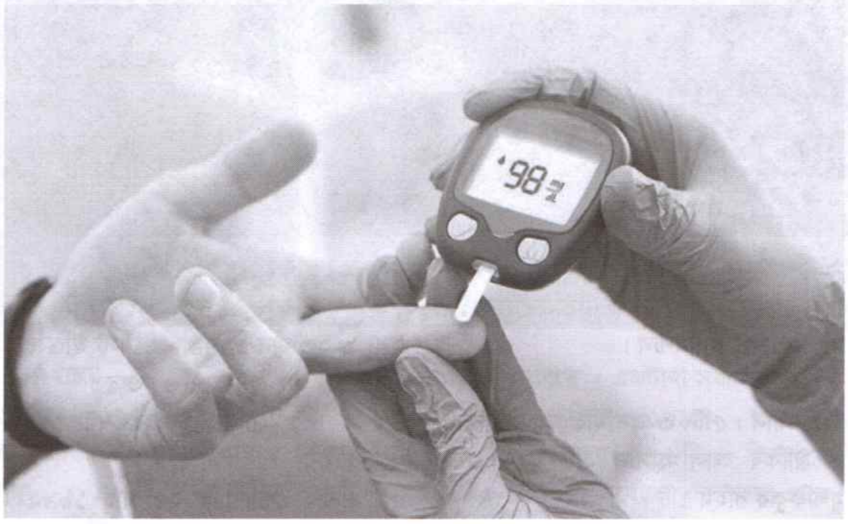

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত অনেকেই স্যাকারিন, সুক্রালোজের মতো কৃত্রিম চিনি ব্যবহার করেন। আবার কেউ রোগটিতে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে আসল চিনি এড়িয়ে খেয়ে থাকেন কৃত্রিম চিনি। কিন্তু গবেষকরা বলছেন, এসব কৃত্রিম চিনি বা
আর্টিফিসিয়াল সুইটেনার্সও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে থাকে। তাদের মতে, কৃত্রিম চিনি শরীরের রক্তে শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখার ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এতে বিপাকীয় পরিবর্তন ঘটে, যা ডায়াবেটিসেরই পূর্ব লক্ষণ।

কৃত্রিম চিনি নিয়ে সাম্প্রতিক এ গবেষণা চালিয়েছেন ইসরায়েলের ভাইজম্যান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের রোগ প্রতিরোধ বিশেষজ্ঞ ড. এরান এলিনভ এবং তার সহযোগী আরেক অধ্যাপক এরান সেগাল। গবেষণালব্ধ ফল নিয়ে ড. এলিনভ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "চিনির বদলে কৃত্রিম চিনি গ্রহণ করে আমরা শরীরের যে অবস্থা প্রতিরোধের চেষ্টা করি, তা তো প্রতিরোধ হয়ই না, বরং কৃত্রিম চিনি প্রায় সেই একই অবস্থার সৃষ্টি করে।

কৃত্রিম চিনি নিয়ে এ গবেষণার জন্য বিজ্ঞানীরা ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। গবেষণায় ইঁদুরের শরীরের কৃত্রিম চিনি স্যাকারিন সুক্রালোজ ও অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হয়।

১০ সপ্তাহ বয়সী কিছু ইঁদুরকে এগুলো মিশ্রিত পানি এবং কিছু ইঁদুরকে সাধারণ পানি পান করতে দেওয়া হয়। দেখা যায়, যে ইঁদুরগুলো কৃত্রিম চিনিযুক্ত পানি পান করেছে তাদের মধ্যে শর্করার প্রতি বোস!

অসহনীয়তার মাত্রা বেড়ে গেছে। গবেষকদের মতে, এ গবেষণার মাধ্যমে তারা দেখেছেন, কৃত্রিম চিনি দেহের অণুজীবমণ্ডলে পরিবর্তন তথা হজমে সহায়ক ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যায় পরিবর্তন ঘটায় এবং এতে গ্লুকোজের (শর্করা) বিপাকে পরিবর্তন ঘটে। ফলে খাওয়ার পরে শর্করার বিপাকের মাত্রা বেড়ে যায়। তবে পরে শর্করার মাত্রা যেভাবে কমে যাওয়া উচিত কমতে থাকে তার চেয়েও ধীরে ধীরে।

নেচার জার্নালে প্রকাশিত এ গবেষণার ওপর মন্তব্য লিখতে গিয়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথলজির অধ্যাপক ক্যাথরিন আর নাগলার বলেন, শরীরের অণুজীবমন্ডলে পরিবর্তনের সঙ্গে ডায়াবেটিস এবং ওবেসিটির (মুটিয়ে যাওয়া) সম্পর্ক রয়েছে। এ গবেষণা অতিরিক্ত কৃত্রিম চিনি ব্যবহারের বিষয়ে আমাদের নতুন করে ভাবার পরামর্শ দেয়।

এর আগে কৃত্রিম চিনি নিয়ে যেসব গবেষণা হয়েছে, সেখানে বিভিন্ন রকম ফলাফল দেখা গেছে। কোনো গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে কৃত্রিম চিনি ওজন কমায় কোনোটিতে দেখানো হয়েছে বাড়ায় আবার কিছু গবেষণায় দেখানো হয়, যারা কৃত্রিম চিনির দিকে ঝুঁকে পড়েন, তাদের ওজন বেড়ে যায় এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি দেখা দেয়।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

হাসতে নাকি জানেনা কেউ

নাসিরুদ্দিন হোজ্জার কাণ্ড কারখানা

১.
একবার নাসিরুদ্দিন হোজ্জা অসুস্থ। নিজের গাধাটাকে খাওয়ানোর জন্য বিবিকে বললেন। হোজ্জার বিবি একটু ত্যাদড় টাইপের। সে গাধা কে খাবার দিতে অস্বীকার করল। দুজনের মধ্যে এই নিয়ে তুমুল ঝগড়া। তারপর একটা সমঝোতা হল, যে আগে কথা বলবে সে গাধাকে খাওয়াবে। হোজ্জা বাজিতে জেতার ব্যাপারে ডিটারমাইন্ড ছিল। সেইদিনই, হোজ্জার বিবি বাইরে গেছে, খালি বাসা দেখে একটা চোর ঘরে ঢুকল। হোজ্জা বাসায় ছিল, কিন্তু বাজিতে হেরে যাওয়ার ভয়ে চোরকে কিছু বলল না। চোর নির্বিঘ্নে ঘরের সব কিছু নিয়ে চলে গেল। হোজ্জার স্ত্রী বাসায় ফিরে এসে যখন দেখল সব কিছু খালি, চিৎকার দিয়ে বলল, হায় আল্লা! কি হইছে?
হোজ্জা খুশিতে লাফিয়ে উঠল, আমি জিতছি বাজিতে, এখন তোমারেই গাধাকে খাওয়ান লাগবে।

২.
একদিন হোজ্জা বাজার থেকে কলিজা কিনে বাসায় যাচ্ছিলেন। এদিকে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে কলিজার পাই বানানোর রেসিপি দিয়েছিলেন, যাতে বাসায় গিয়ে কলিজার পাই রান্না করতে পারেন। কিন্তু হঠাৎ একটি বাজপাখি উড়ে এসে কলিজা ছিনিয়ে নিয়ে একেবারে নাগালের বাইরে উড়ে চলে গেল।
বোকা কোথাকার! চেঁচিয়ে হোজ্জা বললেন, কলিজা নিয়ে গেছ ঠিক আছে, কিন্তু প্রস্তুত প্রণালী (রেসিপি) তো আমার কাছে!

৩.
এক তুর্কির ষাঁড় হোজ্জার বাগানের বেড়া ভেঙে ভেতরে ঢুকে তছনছ করে দিয়ে মালিকের কাছে ফিরে গেল। হোজ্জা পুরো ব্যাপারটা লক্ষ করলেন, তারপর একটা বেত নিয়ে বেরিয়ে এসে ষাঁড়টাকে পেটাতে শুরু করলেন।
কোন সাহসে আমার ষাঁড়কে আপনি পেটাচ্ছেন! তুর্কি চেঁচিয়ে বলল।
কিছু মনে করবেন না আপনি, হোজ্জা বললেন, ও পুরো ব্যাপারটা জানে। এটা ওর আর আমার ব্যাপার!

৪.
হোজ্জার এক প্রতিবেশী শিকারে গিয়ে নেকড়ের কবল থেকে এক ভেড়াকে বাঁচিয়ে বাড়ি নিয়ে আসে, পালবে বলে। শিকারির যত্নে ভেড়াটি দিন দিন নাদুস-নুদুস হয়ে উঠল। একদিন শিকারির লোভ হলো ভেড়ার মাংস খাওয়ার জন্য। তাই জবাই করতে উদ্যত হতেই ভেড়াটি ভয়ে বিকট শব্দে চিৎকার জুড়ে ছিল। ভেড়ার চিৎকারে হোজ্জার ঘুম গেল ভেঙে। ব্যাপারটা বোঝার জন্য সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীর বাড়িতে ছুটে গেলেন হোজ্জা।
হোজ্জাকে দেখে শিকারি প্রতিবেশী লজ্জিত গলায় বললেন, এই ভেড়াটার প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলাম একবার।
তাহলে ও তোমাকে গালি দিচ্ছে কেন?

গালি দিচ্ছে?
ভেড়া বলছে, "তুমি একটা নেকড়ে"।

৫.
নাসিরুদ্দিন হোজ্জার বাড়িতে তাঁর কিছু বন্ধু এসেছেন। অতিথিদের তরমুজ দিয়ে আপ্যায়ন করলেন হোজ্জা। বন্ধুদের সঙ্গে খেতে বসলেন হোজ্জা নিজেও। হোজ্জার পাশেই বসেছিলেন তাঁর এক দুষ্টু বন্ধু। তরমুজ খেয়ে খেয়ে বন্ধুটি হোজ্জার সামনে তরমুজের খোসা রাখছিলেন। খাওয়া শেষে দেখা গেল, হোজ্জার সামনে তরমুজের খোসার স্তূপ।
দুষ্টু বন্ধুটি অন্যদের বললেন, দেখেছেন কাণ্ড? হোজ্জা কেমন পেটুক? তার সামনে তরমুজের খোসার স্তূপ হয়ে গেছে!
হোজ্জা হেসে বললেন, আর আমার বন্ধুটির সামনে দেখছি একটা খোসাও নেই! উনি খোসাশুদ্ধ খেয়েছেন! এখন আপনারাই বলুন, কে বেশি পেটুক!

৬.
রাজার মেজাজ খারাপ। রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে শিকারে যাওয়ার পথে হোজ্জা সামনে পড়ে গেলেন। শিকারে যাওয়ার পথে হোজ্জার সামনে পড়ে যাওয়াটা আমার ভাগ্যের জন্য খারাপ, প্রহরীদের রাগত গলায় বললেন রাজা। আমার দিকে ওকে তাকাতে দিয়ো না-চাবুকপেটা করে ওকে পথ থেকে সরিয়ে দাও। প্রহরীরা তা-ই করল।
শিকার কিন্তু ভালোই হলো। রাজা হোজ্জাকে ডেকে পাঠালেন।
আমি সত্যি দুঃখিত, হোজ্জা। ভেবেছিলাম তুমি অশুভ। কিন্তু তুমি তা নও।
আপনি ভেবেছিলেন আমি অশুভ! হোজ্জা বললেন। আপনি আমাকে দেখার পর ভালো শিকার করেছেন। আর আমি আপনাকে দেখে চাবুকপেটা খেয়েছি। কে যে কার অশুভ, বুঝলাম না।

৭.
হাটবারের দিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে জড়বুদ্ধির মতো আচরণ করতেন হোজ্জা, ফলে নির্বোধ ভেবে মানুষ তাকে মুদ্রা দান করত। কিন্তু তার সামনে দুটি মুদ্রা তুলে ধরা হলে, সর্বদাই তিনি ছোট মুদ্রাটি গ্রহণ করতেন, যতবারই, যেভাবেই দেয়া হোক না কেন।
একদিন সদাশয় এক ব্যক্তি তাকে বললেন, "নাসিরুদ্দিন, তুমি তো বড় মুদ্রাটা নিতে পার। এতে তোমার দ্রুত বেশ কিছু টাকা-পয়সা জমে যাবে আর মানুষও আগের মতো তোমাকে নিয়ে তামাশা করতে পারবে না।"

"হুমম, আপনি যা বলছেন তা হয়তো ঠিক হতে পারে। কিন্তু আমি ভাবছি, আমি যদি সবসময় বড় মুদ্রাটা গ্রহণ করি, তাহলে মানুষ আমাকে তাদের চেয়েও নির্বোধ ভেবে যে আনন্দটা পায়, সে আনন্দটা আর পাবে না, ফলে দান হয়তো একেবারেই বন্ধ করে দিবে।" হোজ্জা জবাব দেন।

■ **অগ্রদূত ডেস্ক**

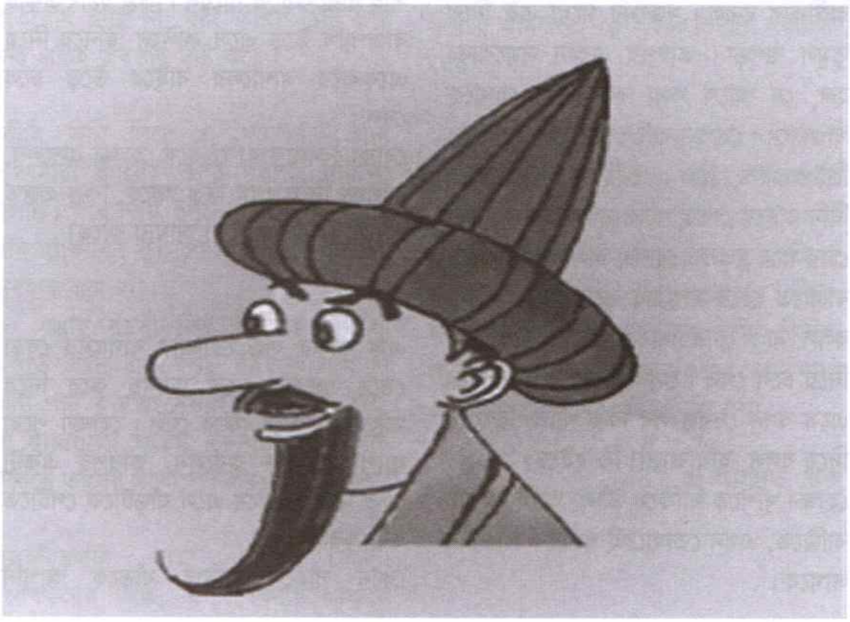

কৌতুক

সাম্প্রতিক বিশ্ব

০১.০৯.২০২৩

বাংলাদেশ :

- ১৭ বছর পর ঢাকা-নারিতা (জাপান) সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালু।

আন্তর্জাতিক :

- সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন থারমান শানমুগারাতনাম।
- প্রথমবারের মতো ইসলামী ব্যাংকিং চালু করে রাশিয়া ।

০২.০৯.২০২৩

বাংলাদেশ :

- ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন।
- পঞ্চগড়ে দেশের তৃতীয় চা নিলাম কেন্দ্রের উদ্বোধন।

আন্তর্জাতিক :

- ভারত প্রথমবারের মতো সূর্য অভিমুখে 'আদিত্য-এল ১' মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করে ।

০৩.০৯.২০২৩

বাংলাদেশ :

- ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে সাধারণ যানবাহনের চলাচল শুরু।
- একাদশ জাতীয় সংসদের ২৪তম অধিবেশন শুরু।

০৪.০৯.২০২৩

বাংলাদেশ :

- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পাঁচ বছর মেয়াদি ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন।

আন্তর্জাতিক :

- গ্যাবনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন সামরিক অভ্যুত্থানের নেতা ব্রাইস কাটাইর ওলিওই এনগুয়েমার।
- বাহরাইনে ইসরায়েলের নতুন দূতাবাস উদ্বোধন।
- ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় ৪৩তম আমিয়ান শীর্ষ সম্মেলন।

০৫.০৯.২০২৩

বাংলাদেশ :

- বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নবম নিরাপত্তা সংলাপ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।
- সরকার আরও ৫টি প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (CII) ঘোষণা করে।

আন্তর্জাতিক :

- ফিলিস্তিনের অধিকৃত জেরুজালেমে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ রাষ্ট্র পাপুয়া নিউ গিনি দূতাবাস উদ্বোধন করে।

০৬.০৯.২০২৩

বাংলাদেশ :

- নরসিংদীর পলাশে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানার কমিশনিং কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।

০৭.০৯.২০২৩

বাংলাদেশ :

- ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চলাচল করে।
- রাশিয়ার প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশ সফরে আসেন সের্গেই লাভরভ।

০৮.০৯.২০২৩

বাংলাদেশ :

- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে তিনটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত।

আন্তর্জাতিক

- মরক্কোতে (৬.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় তিন হাজারের বেশি লোক নিহত।

০৯.০৯.২০২৩

আন্তর্জাতিক :

- ভারতের নয়া দিল্লিতে ১৮তম জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন শুরু।
- জি-২০ সম্মেলনে ভারত-মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর নির্মাণের ঘোষণা দেয় ও গউঙ্গ আফ্রিকান ইউনিয়ন আনুষ্ঠানিকভাবে জি২০-এর সদস্যপদ লাভ করে। বৈশ্বিক জৈব জ্বালানি জোট (GBA), গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

১০.০৯.২০২৩

বাংলাদেশ :

- ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ দুই দিনের সফরে ঢাকা পৌঁছেন।

আন্তর্জাতিক

- যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনামের মধ্যে Comprehensive Strategic Partnership চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১১.০৯.২০২৩

বাংলাদেশ :

- বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যে অবকাঠামো, স্যাটেলাইটসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াতে দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নারী

মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন জায়েদা খাতুন ।

আন্তর্জাতিক

- জাতিসংঘের সামুদ্রিক আদালতে বিশ্বের প্রথম জলবায়ু মামলার শুনানি হয়

১২.০৯.২০২৩

বাংলাদেশ :

- বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য পঞ্চম কৌশলগত সংলাপ ঢাকায় অনুষ্ঠিত।

১৩.০৯.২০২৩

বাংলাদেশ

- জাতীয় সংসদে 'সাইবার নিরাপত্তা বিল, ২০২৩' ও 'জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন বিল, ২০২৩' পাস ।

আন্তর্জাতিক

- প্রথম বিদেশি রাষ্ট্রদূত হিসেবে তালেবান সরকারের কাছে নিজের পরিচয়পত্র তুলে ধরেন চীনের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত (ঝাও জিন

১৪.০৯.২০২৩

বাংলাদেশ :

- একাদশ জাতীয় সংসদের ২৪তম অধিবেশন সমাপ্ত ।

আন্তর্জাতিক

- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেনকে আগ্নেয়াস্ত্র- সংক্রান্ত মামলায় অভিযুক্ত করা হয়।

১৫.০৯.২০২৩

আন্তর্জাতিক :

- রাশিয়ার ভাড়াটে বাহিনী ভাগনার, গ্রুপকে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে। আখ্যায়িত করে আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে যুক্তরাজী।
- কিউবার হাভানায় জি৭৭+চীন' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী সম্মেলন শুরু

১৬.০৯.২০২৩

আন্তর্জাতিক :

- মালি, নাইজার ও বুরকিনা ফাসো প্রতিরক্ষাবিষয়ক সমঝোতা চুক্তি 'স্বাক্ষর করে।

১৭.০৯.২০২৩

বাংলাদেশ :

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আন্তর্জাতিক :

- পাকিস্তানের ২৯তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন বিচারপতি কাজী ফয়েজ ঈসা।
- ১৬তম এশিয়া কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয় (ভারত)।

১৮.০৯.২০২৩

বাংলাদেশ :

- ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে BRTC'i বাস চলাচল শুরু ।

আন্তর্জাতিক :

- ভারতের পুরোনো সংসদ ভবনে শেষ অধিবেশন বসে ।

২২.০৯.২০২৩

বাংলাদেশ :

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে ভাষণ দেন।
- বাংলাদেশ ও কাজাখস্তানের মধ্যে ভিসা অব্যাহতি-সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত।

২৩.০৯.২০২৩

আন্তর্জাতিক :

- চীনের হাংজু শহরে ১৯তম এশিয়ান গেমস উদ্বোধন।
- বাংলাদেশসহ ৩১টি বন্ধুসুলভ ও নিরপেক্ষ' দেশকে রুশ মুদ্রা কবলে লেনদেনের অনুমতি দেয় রাশিয়া।

২৪.০৯.২০২৩

আন্তর্জাতিক

- নাইজার থেকে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার এবং সব সামরিক সহযোগিতা বন্ধের ঘোষণা দেয় ফ্রান্স।
- ঐতিহাসিক অভিযান শেষে সফলভাবে পৃথিবীতে বেনুগ্রহাণুর 'মাটি নিয়ে আসে নাসার অনুসন্ধান যান ওসাইরাস-রেক্স।

২৫.০৯.২০২৩

বাংলাদেশ :

- দেশের ২৩তম প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী অবসরে যান।

২৬.০৯.২০২৩

বাংলাদেশ :

- দেশের ২৪তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি ওবায়দুল হাসানকে শপথ পড়ান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

২৮.০৯.২০২৩

বাংলাদেশ :

- পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপিত।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন পালিত।

আন্তর্জাতিক :

- দুর্নীতির অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান বব মেনেনডেজ পদত্যাগ করেন।

■ **আগ্রদূত ডেস্ক**

রোভার প্রোগ্রাম অবহিতকরণ বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল এর আয়োজনে আঞ্চলিক রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাহাদুরপুর গাজীপুরে ২১-২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় রোভার প্রোগ্রাম অবহিতকরণ বিষয়ক ওয়ার্কশপ। ২১ সেপ্টেম্বর ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্কাউট ব্যাক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) কাজী নাজমুল হক নাজু, জাতীয় কমিশনার (অ্যাডাল্ট ইন স্কাউটিং) জনাব ফেরদৌস আহমেদ, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ আমির শাদ বিন শামস, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মশিউর রহমান। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের সম্পাদক প্রফেসর মুহম্মদ এনামুল হক খান এলটি এবং বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের সকল আঞ্চলিক উপ-কমিশনার বৃন্দ। ওয়ার্কশপে সকল জেলা থেকে মনোনীত রোভার স্কাউট লিডার এবং রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করেছেন।

■ আগ্রদূত ডেক্স

জেলা নির্বাহী কমিটির সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধিদের কর্মপন্থা এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহিতকরণ শীর্ষক ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল এর আয়োজনে, ৭-৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং গাজীপুর জেলার বাহাদুরপুর রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জেলা নির্বাহী কমিটির সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধিদের কর্মপন্থা এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহিতকরণ শীর্ষক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওয়ার্কশপের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের সম্পাদক প্রফেসর মুহম্মদ এনামুল হক খান এলটি।

■ আগ্রদূত ডেস্ক

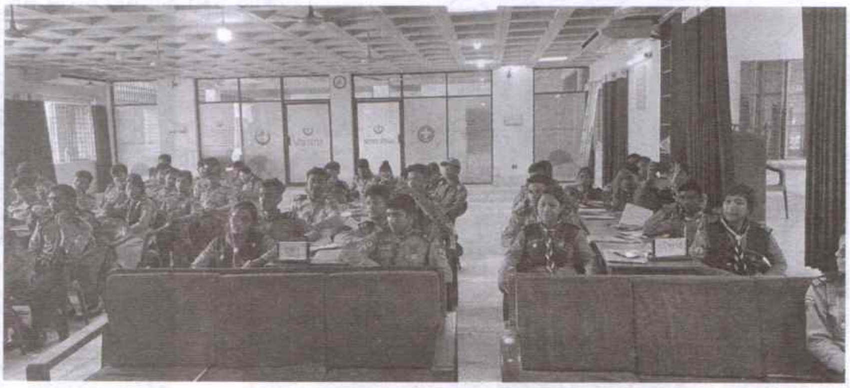

চট্টগ্রাম জেলা রোভারের আয়োজনে প্লাস্টিক টাইড টার্নার ব্যাজ ও সনদ প্রদান অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম জেলা রোভারের আয়োজনে প্লাস্টিক টাইড টার্নার ব্যাজ ও সনদ প্রদান অনুষ্ঠান গত ১৭সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা রোভারের কমিশনার অধ্যক্ষ মোঃ জসিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোঃ সাদিউর রহিম জাদিদ।বিশেষ অতিথি ছিলেন রোভার অঞ্চলের চট্টগ্রাম বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি প্রফেসর মোঃ ফজলুল কাদের চৌধুরী এএলটি, জেলা রোভারের সহসভাপতি অধ্যক্ষ মোঃ আবদুল কাদের,কোষ-াধ্যক্ষ মোঃ রুহুল আমিন খাঁন। জেলা রোভার সম্পাদক অধ্যাপক মোঃ বোরহান উদ্দীনের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ এনাম।বক্তব্য রাখেন জেলা রোভারের সহকারি কমিশনার আফজর রহমান,অধ্যাপক উমর ফারুক,আরএসএল প্রতিনিধি ফজিলাতুন্নেছা ডলি,সহযোজিত সদস্য মোঃ খালেদুর রহমান, মোমেনা আকতার, অগ্রপথিক মুক্ত রোভার দলের রোভার স্কাউট লিডার হাবিব উল্লাহ, বায়তুশ শরফ মাদ্রাসার রোভার স্কাউট লিডার মোঃ সাইফুদ্দিন, চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের রোভার স্কাউট লিডার মোঃ ইলিয়াছ, ফটিকছড়ি সরকারি কলেজের রোভার স্কাউট লিডার নাছির উদ্দীন মোঃ রহমত উল্লাহ, রাঙ্গুনিয়া সরকারি কলেজের রোভার স্কাউট লিডার তাহমিনা ইয়াছমিন নুর, কুলগাঁও কলেজের রোভার স্কাউট লিডার জান্নাতুল ফেরদৌস নুরী, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি রোভার পারভেজ সরকার, রোভার সাইফুল ইসলাম রানা, রোভার নুসরাত জাহান জেরিন প্রমূখ। বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক প্রদত্ত চট্টগ্রাম জেলা রোভারের বিভিন্ন ইউনিটের ১০১জন রোভারের মাঝে প্লাস্টিক টাইড টার্নার ব্যাজ ও সনদ প্রদান করা হয়।

সংবাদ প্রেরক :
মোহাম্মদ এনাম
যুগ্ম সম্পাদক
বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম জেলা রোভার।

টাঙ্গাইল জেলা রোভার এর ২৭ তম নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি. জেলা রোভার স্কাউট কার্যালয়, পুরাতন আদালত চত্বর, টাঙ্গাইলে টাঙ্গাইল জেলা রোভার এর ২৭ তম নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন টাঙ্গাইল এর জেলার জেলা প্রশাসক ও জেলা রোভার এর সভাপতি জনাব মো. কায়ছারুল ইসলাম। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রহিম সুজন, সিনিয়র সহকারী কমিশনার জনাব মো.আবুবকর সরকার ও নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ। সভায় জেলা রোভার স্কাউটস এর বিভিন্ন স্কাউটিং কার্যক্রম বিষয়ে সকলকে অবহিত করা হয়।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

চতুর্দশ রাজশাহী জেলা কোর্স ফর রোভার মেট-২০২৩

আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষন কেন্দ্র, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে ২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী জেলা রোভার কর্তৃক চতুর্দশ রাজশাহী জেলা কোর্স ফর রোভার মেট-২০২৩ আয়োজন করা হয়।

প্রতিবেদক:
মোঃ শাহরিয়ার রিফাত
রাজশাহী ওপেন স্কাউট গ্রুপ।

লক্ষ্মীপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে লার্ভা নিধন অভিযান

"নিজের বাড়ির আঙ্গিনা নিজে পরিষ্কার রাখুন; ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন" এই প্রতিবাদকে সামনে রেখে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও নন্দন মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপের সহযোগিতায় বাগবাড়ি জিরো পয়েন্টে থেকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে লার্ভা নিধন অভিযান অনুষ্ঠিত হয়।

কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেন লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব আরিফুর রহমান, এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত সংগঠন নন্দন ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব রাজু আহমেদ, নন্দন ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি রাজন মোল্লা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক জামাল উদ্দিন, নন্দন ব্লাড ব্যাংকের সভাপতি ইদ্রিস মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামরুজ্জামান জহির, নন্দন মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট দূর্জয় রবি দাস, আমেনা আক্তার, সরকারি রোভার মেট, তাসলিমা আক্তার মোহাম্মদ রাসেল, প্রান্ত, জাবেদ, স্বপ্না, সাহানা, প্রমি, ও আরো অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

এ সময় লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ০৬নং ওয়াডে জিরো পয়েন্ট থেকে বিভিন্ন বাসা বাড়িতে ডেঙ্গু প্রতিরোধে লার্ভা নিধন ও ব্লিসিং পাউডার ছিটানো হয়।

প্রতিবেদক:
রাজু আহমেদ
ইউনিট লিডার, নন্দন মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ, লক্ষ্মীপুর সদর

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় বৃক্ষ রোপন

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজন এবং নন্দন মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপের সহযোগিতায় ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ লক্ষ্মীপুর মজু চৌধুরী হাট বাইপাস সড়কে আড়াইশো কৃষ্ণচূড়া গাছ রোপণ করা হয়। কৃষ্ণচূড়ার রঙে সড়কে সাজাতে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে উপজেলা প্রশাসন। লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুর রহমানের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে এই বৃক্ষ রোপনে সহযোগিতা করে নন্দন মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ। মজু চৌধুরীর হাট বাইপাস সড়ক-টিকে কৃষ্ণচূড়ার লালে রঙিন করতে যে পরিমান গাছ প্রয়োজন পর্যায়ক্রমে তা লাগানো হবে বলে জানায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুল রহমান।

প্রতিবেদক:
রাজু আহমেদ
ইউনিট লিডার, নন্দন মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ, লক্ষ্মীপুর সদর

রংপুর জেলা রোভারের বিশ্ব শান্তি দিবস উদযাপন

খবর বিজ্ঞপ্তি:

Actions for Peace: Our Ambition For the #GlobalGoals এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভার স্কাউটের আয়োজনে ২১শে সেপ্টম্বর বিশ্ব শান্তি দিবস উদযাপিত হয়েছে।

জাতিসংঘের সাধারন পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি বছর ২১শে সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উদযাপন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ স্কাউটসের মেসেঞ্জার অব পিস বিভাগ দিবসটি উদযাপনের উদ্যোগে গ্রহণ করে। বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্দেশনা জাতীয়, অঞ্চল, জেলা ও ইউনিট পর্যায়ে দিবসটি উদযাপনের অংশ হিসবে জেলা পর্যায়ে বিশ্ব শান্তি দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভার আয়োজনে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করা হয়।

দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে ২১সেপ্টম্বর ২০২৩ বিকেলে রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট ডেন এ জেলা রোভারের বিভিন্ন ইউনিটের রোভার ও গার্লইন রোভার স্কাউট সদস্যদের অংশগ্রহণে বিশ্ব শান্তি দিবসের উপর উপস্থিত বক্তৃতা, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান, বৃক্ষ রোপণ, শান্তি রালী এবং জনসেচতনতা মূলক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়।

এতে রংপুর জেলা রোভারের সম্পাদক মহাদেব কুমার গুন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ও মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর ড. আরেফিনা বেগম। এছাড়াও এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা রোভারের সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন, গার্লইন সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি রোকসানা খাতুন মায়া। এ সময় জেলা রোভারের কমিশনারের পক্ষ থেকে শান্তি দিবসের ভালোবাসার প্রতীক স্বরূপ দিবসটি উদযাপনে অংশগ্রহণকারী সকল রোভার ও গার্লইন রোভার স্কাউটদের মাঝে গোলাপ দিয়ে ভালোবাসার শুভেচ্ছা জানানো হয়।

সংঘাত কিংবা যুদ্ধ নয়, চাই শান্তি আর এই শান্তি প্রতিষ্ঠায় স্কাউটিংয়ের আইন, প্রতিজ্ঞা, শ্লোগান ও মটোর প্রতিফলনের মাধ্যমে কাব, স্কাউট, রোভার ও স্কাউটাররা অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। স্কাউটিং আন্দোলনের মাধ্যমে একজন শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী নৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন আর্দশ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে।

এদিকে সকালে বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলার আয়োজনে দিবসটি উদযাপিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে জেলা স্কাউটের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাব ও স্কাউট সদস্যদের অংশগ্রহণে সকালে জেলা স্কাউট ভবন থেকে একটি শান্তি রালি বের হয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। দিবসটি বিভন্ন কর্মসূচির মধ্যদিয়ও ইউনিট পর্যায়ে পালিত হয়।

সংবাদ প্রেরক:
মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন
অগ্রদূত সংবাদদাতা, রংপুর ও
জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি,
রংপুর জেলা রোভার।

একাত্তর মুক্ত স্কাউট গ্রুপের আয়োজনে 'দ্বিতীয় অ্যাডভেঞ্চার ও একাদশ গ্রুপ ক্যাম্প' অনুষ্ঠিত

১৪-১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত একাত্তর মুক্ত স্কাউট গ্রুপ আয়োজনে 'দ্বিতীয় অ্যাডভেঞ্চার ও একাদশ গ্রুপ ক্যাম্প' অনুষ্ঠিত হয়। রোভারদের ভ্রমণের পিপাসা মেটাতেই এই ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্পে প্রায় ৫০ জন রোভার স্কাউট ও রোভার স্কাউট লিডার অংশগ্রহণ করেন। বরিশাল ও পিরোজপুরের দারুণ সব টুরিস্ট স্পট ভ্রমণ করা হয় এই ক্যাম্পের মাধ্যমে।

১৪ তারিখ রাতে লঞ্চে রোভার দল গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সারারাত আইসব্রেকিং ও ওরিগ্যামির মত নানান ফান গেমসের মাধ্যমে যাত্রাপথ উপভোগ করে রোভার সদস্যরা। গন্তব্যে পৌঁছে প্রথম দিনের বরিশালের ৩০ গোডাউন, টর্চার সেল, অক্সফোর্ড মিশন চার্চ, দূর্গাসাগর দিঘী,গুঠিয়া বায়তুল আমান জামে মসজিদ, স্বরুপকাঠি লঞ্চঘাট জায়গাগুলোতে ভ্রমণ করা হয়। ভ্রমণের পর ক্যাম্পসাইটে পৌঁছায় রোভার দল। স্বরূপকাঠি, পিরোজপুরে একাত্তর মুক্ত স্কাউট গ্রুপের সম্মানিত সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর ড. নিজামউদ্দিন স্যারের আর্কিটেক্টচারাল হাউজ ছিলো ক্যাম্পসাইট যেখানে রোভাররা তাঁবু খাটিয়ে রাত্রিযাপন করে।

ক্যাম্পের দ্বিতীয় দিনে লাইফ জ্যাকেট ও সেফটি ইক্যুপমেন্টসহ ট্রলারে ভ্রমণ করা হয় পেয়ারা বাগান ও ভেজিটেবল হাট, সুটিয়াকাঠী, বৈঠাকাঠী, সন্ধ্যা নদী এবং আদমকাঠী যা রোভারদের জন্য দারুণ এক অভিজ্ঞতা ছিলো। সম্পূর্ণ ক্যাম্পেই ভ্রমণের পাশাপাশি ছিলো নানান এক্সাইটিং ইভেন্টস। শিক্ষামূলক সেশনের পাশাপাশি নিজাম স্যার স্পেশাল ক্যারিয়ার সেশন গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিন রাতে ফানুশ উড়িয়ে আয়োজন করা হয় মহা তাঁবু জলসা এবং রাতে আয়োজন করা হয় রোভারদের বিশেষ ভোজন ও বার্বিকিউ।

দারুণ এক ক্যাম্পের পর সবাই স্থলপথে স্বপ্নের পদ্মাসেতুযোগে সুস্থভাবে নিজ নিজ বাড়ি ফিরেছেন।

প্রতিবেদক:
তানজিলা তাসনিম সেতু
রোভার স্কাউট, একাত্তর মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

- বর্ষায় (এপ্রিল-অক্টোবর) ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বাড়ে। এসময় অধিক সতর্ক থাকুন।
- ডেঙ্গু জ্বরের বাহক এডিস মশা পরিষ্কার পানিতে বংশ বিস্তার করে।
- অফিস, ঘর ও আশেপাশে পানি জমতে দিবেন না। যে কোন পাত্রে জমিয়ে রাখা / জমে থাকা পানি ৩ দিনের মধ্যে পরিবর্তন করুন।
- এডিস মশা সাধারণত দিনের বেলা কামড়ায়। যথাসম্ভব লম্বা পোশাক পরুন। দিনে ঘুমানোর ক্ষেত্রেও মশারী ব্যবহার করুন।

ডেঙ্গু প্রতিকারে করণীয়

- তীব্র জ্বর, মাথাব্যাথা ও মাংসপেশীতে ব্যাথা, শরীরে লালচে দানা ইত্যাদি ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ হলেও সাম্প্রতিক কালে এর ব্যতিক্রম পাওয়া যাচ্ছে।
- জ্বরে প্যারাসিটামল ব্যতীত অন্য ব্যাথানাশক ঔষধ খাওয়া বিরত থাকুন। রোগীকে বেশি বেশি তরল খাবার খাওয়ান।
- জ্বর হলে নিকটস্থ হাসপাতালে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন ও ডেঙ্গু জ্বরের পরীক্ষা করুন।
- জ্বর ভালো হওয়ার পরও ডেঙ্গুজনিত মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই সতর্ক থাকুন ও হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

জনস্বার্থে: জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল ও এডিস বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

DGHS.MOH&FW BANGLADESH

আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার HPNSP স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

World Health Organization Bangladesh

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 67, Issue 09, September -2023

SCOUT SHOP BANGLADESH

স্কাউটস শপ, বাংলাদেশ স্কাউটস

- বাংলাদেশ স্কাউটসের সদর দফতরের নিচতলায় স্কাউট শপের অবস্থান।
- স্কাউট শপে স্কাউটিং সংক্রান্ত সকল পণ্য পাওয়া যায়।
- শপটি সাপ্তাহিক ছুটি ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত খোলা থাকে।
- সরাসরি শপে উপস্থিত হয়ে নির্ধারিত মূল্যে পণ্য ক্রয় অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ক্রয়কৃত পণ্য সরবরাহ করা হয়।

যোগাযোগ

০১৯২৬-৩৩৪০৭০
০১৭২৩-৪৮০১৮২
০১৭৩১-৬৭৬৬০৭

scoutshopbs@gmail.com
Scout Shop – Bangladesh Scouts
https://www.facebook.com/scoutshopbd

বি.দ্রঃ বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক তৈরিকৃত স্কাউটিং পণ্যসামগ্রি সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। এসব পণ্যের নকল করা, বিনা অনুমতিতে উৎপাদন কিংবা বাজারজাত করা আইনত দন্ডনীয়।

Editor: Md Abdul Haque, Published by Unue Ching, Executive Director (Additional Charge) on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Sristy Printing and Packaging, Purana Paltan, Dhaka-1000